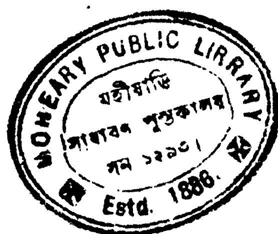
সচিত্র ভারত সম্রাট



বা

এডওয়ার্ড-চরিত

বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক অধুনা কাশীবাসী পরমারাধ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন,—

"বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শব্দকল্পদ্রুম দৃষ্টে বিশেষ প্রীত হইলাম। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এই বিরাট গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের আদরের বস্তু, ইহার ছাপা নির্ভুল হইয়াছে। কাগজ, ছাপা, কালী সমস্তই সুন্দর হইয়াছে; অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধেরাও পাঠ করিতে ক্লেশবোধ করিবেন না। বিশেষ ইহার মূল্য সুলভ হওয়ায় সাধারণের সুবিধাজনক হইয়াছে।

শ্রীরাখালদাস দেবশর্ম্মণঃ।"

সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় বিদ্যালঙ্কার এম্, এ, বি, এল, মহাশয় লিখিতেছেন;—

"বসুমতী প্রেস হইতে প্রকাশিত—নূতন সংস্করণের শব্দকল্পদ্রুম দেখিয়া অতীব প্রীত হইয়াছি। স্যার রাজা রাধাকান্তদেবের এই বিরাট শব্দকল্পদ্রুমকে, সর্ব্বসাধারণে রাজা বাহাদুরের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অতীব যত্নের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় উক্ত গ্রন্থের একটি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন; সেই সংস্করণের মূল্য ৭০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল, তবুও তাহা বহুদিন পূর্ব্বে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ভক্ত মহাশয়ের সংস্করণের একটী নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তক অতি সুন্দর হইয়াছে। বিশেষ ইহার মূল্য অতি কম হওয়ায় ইহা যে, সাধারণের সহানুভূতি পাইবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়।"

বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রবীণ সমালোচক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—

"শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশ করিয়া আপনি যে কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা চিরস্থায়িনী হইবে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এই শব্দকল্পদ্রুম পাইয়া বঙ্গের হিন্দুসন্তানমাত্রেই যেমন গৌরবান্বিত হইয়াছিল, আপনার যত্নে সে গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালা অক্ষরে এমন সুন্দর ছাপা 'শব্দকল্পদ্রুম' আমার জানা আর নাই। আপনি ইহা অল্পমূল্যে দিয়া অতি দরিদ্রকেও দুর্লভ রত্ন সংগ্রহ করিবার সুযোগ দিলেন, ইহা সাধারণ কথা নহে। নিশ্চয় বলিতে পারি, দেশের লোক আপনাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে এবং আপনার জয়কামনা করিবে। এক কথায় বলিতে পারি, আপনার সংস্করণ সর্ব্বপ্রকারে প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে। ৺সর্ব্বমঙ্গলার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, তিনি আপনার সর্ব্বমঙ্গলের বিধান করুন। কিমধিকমিতি। ১৩১৫ ৫ই পৌষ।

শ্রীইন্দ্রনাথ [illegible]"

বসুমতী পুস্তক বিভাগ,—১৬৬নং বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

সচিত্র ভারত সম্রাট

বা

এডওয়ার্ড-চরিত



বসুমতী কার্য্যালয়



কলিকাতা ;

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্‌ট্রো মেসিন প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৭

এডওয়ার্ড-চরিত।



মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয়। তিনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনীর অন্তর্গত কোবর্গের প্রিন্স আলবার্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই বৎসরের শেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথমা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

রাজ্ঞী ও তাঁহার স্বামী উভয়েই আশা করিয়াছিলেন, প্রথমে তাঁহাদের পুত্র জন্মিবে; কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না, অগ্রে কন্যা জন্মিল।

পর-বৎসর ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রিন্স এড্ওয়ার্ড আল্বার্ট ও প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ অভিধানে অভিহিত হন। তাঁহার পর অন্যান্য রাজকুমার ও রাজকুমারীরা জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী এলিস মেরী, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডিউক অফ্ এডিনবরা, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী হেলেনা, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী লুইসা, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ডিউক অফ্ কনাট, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডিউক অফ্ আল্বানি ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী বিট্রাইসের জন্ম হয়।

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড।

পূর্ব্বেই বলা হইল, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর তারিখে মঙ্গলবাসরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স এডওয়ার্ড আলবার্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মোৎসবে রাজধানীমধ্যে মহা সমারোহ হইয়াছিল। সেই সময়ে কুমারের ডিউক অফ্ স্যাক্সনী, ডিউক অফ্ কর্ণওয়াল, ডিউক অফ্ রথসে, আরল অফ্ ক্যারিক্, ব্যারণ রেণফ্রু, লর্ড অফ্ আইল্স্ এবং গ্রাণ্ড ষ্টুয়ার্ড অফ্ স্কট্লণ্ড প্রভৃতি উপাধি হয়। যে দিন তিনি প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ উপাধি প্রাপ্ত হন, সেই দিন তাঁহার কটিদেশে কটিবন্ধ, কটিবন্ধে তরবারি, মস্তকে স্বর্ণমুকুট, অঙ্গুলীতে স্বর্ণাঙ্গুরী এবং হস্তে স্বর্ণময় রাজদণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারী মঙ্গলবার শিশু রাজকুমারের নামকরণ উপ-

লক্ষে উইণ্ডসর প্রাসাদে সেণ্টজেম্‌স চ্যাপেল নামক ধর্ম্মমন্দিরে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। ক্যাণ্টারবারী, লণ্ডন, ইয়র্ক প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-যাজকগণ সেই উৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রুসিয়ার নরপতি ও সস্ত্রীক কেম্ব্রিজের ডিউক প্রভৃতি সেই উৎসবসময়ে উপস্থিত ছিলেন। প্রথানুসারে প্রুসিয়ার নরপতি নব রাজকুমারের ধর্ম্ম-পিতা হইয়াছিলেন। বহুমূল্য অলঙ্কার-ভূষিত রাজকুমারকে ক্যাণ্টারবারীর প্রধান ধর্ম্মযাজকের ক্রোড়ে অর্পণ করা হইলে, তিনি এবং সমবেত ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার নামকরণ করেন, পিতা ও মাতা-মহের নামের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নাম হয় - আলবার্ট এড-ওয়ার্ড; মাতা-পিতা আদর করিয়া তাঁহাকে বার্ট বলিয়া ডাকিতেন। জর্ডন নদীর পবিত্র জলে রাজকুমারকে অভিষিক্ত করা হয়। সেই উৎসব উপলক্ষে নগরী, প্রাসাদ ও রাজপথ সমূহ নানা উপাদানে সুসজ্জিত হওয়াতে মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছিল, রাত্রিকালে সেণ্টজর্জ্জ-হলে মহা সমারোহে ভোজ হইয়া-ছিল, বৃহৎ একখানি পিষ্টক প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই উৎসবের ব্যয়সমষ্টি ২০০০০০ দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা।

রাজকুমার যখন দুই মাসের শিশু, সেই সময় মহারাণী তাঁহাকে এক কক্ষের গবাক্ষপট হইতে সমাগত প্রজাবর্গের নেত্র-সমীপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সম-বেত প্রজাবর্গ ও সৈনিকবর্গ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীকে দর্শন করিয়া সস-ম্মানে অভিবাদন ও পরমোৎসাহে আনন্দধ্বনি করিয়াছিল।

রাজকুমারের বয়স যখন আড়াই বৎসর, সেই সময় রুসীয় সম্রাট্ নিকোলাসের সম্মানার্থ একটি সৈনিক-প্রদর্শনী হয়, শিশু রাজকুমার সেই প্রদর্শনীস্থলে উপস্থিত ছিলেন। শিশুকাল হইতেই পিতার সহিত তিনি পশুশালা, সমুদ্রপোত, যাদু-ঘর ও ঘোড়ার নাচ প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতেন। তিন বৎসর বয়সে সমুদ্রের নীলাম্বু, সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলা ও সূর্য্যের উদয়াস্ত দর্শন করিয়া তিনি যথেষ্ট আমোদ অনুভব করিয়াছিলেন।

রাজকুমারের যখন পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে তিন জন বামন বকিংহাম প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিল। শিশু রাজকুমার তাহাদের ভাবভঙ্গী দর্শনে এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, স্বীয় কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া একছড়া সুবর্ণহার তাহাদিগকে প্রদান করেন; বামনেরা তাহা গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল; সেই সময় মহারাণী তথায় উপস্থিত হইয়া, পুত্রের কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বামনগণকে সেই হার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন তাহারা নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে কুমার-দত্ত উপহার গ্রহণ করিয়াছিল। রাজ্ঞী বলিয়াছিলেন, "পরমেশ্বর করুন, আমার পুত্র যেন চিরদিন এই প্রকার দয়ার

কার্য্য করিতে অভ্যস্ত থাকে; দয়ার পাত্রের প্রতি আমার পুত্র নিয়ত দয়া প্রদর্শন করে, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।"

পিতামাতার সহিত অস্‌বরণ-প্রাসাদ হইতে রাজকুমার যখন সমুদ্রে গমনকালে জাহাজে আরোহণ করেন, তখন তিনি নাবিকের বেশ পরিধান করিয়াছিলেন, জাহাজের নাবিকেরা তাঁহার সেই বেশ দর্শনে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত একজন ভাস্কর আহূত হন, রাজকুমার তখন ধূলা-কাদা লইয়া খেলা করিতেছিলেন, ভাস্কর তাঁহার সমীপস্থ হইলে তিনি তাঁহার গাত্রে কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহারাণী তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কুমারকে "ক্ষুদ্র গাধা" বলিয়া তিরস্কার করেন এবং ভাস্করের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। মাতৃ-নির্দেশের বশবর্ত্তী হইয়া কুমার বিনীতভাবে ভাস্করের নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

যবদ্বীপের একজন কাপ্তেন এই সময়ে মহারাণীকে যবদ্বীপজাত একটি ক্ষুদ্র অশ্ব উপহার দেন। অশ্বটি পরম সুন্দর; দেড় হাত মাত্র উচ্চ, বয়স পাঁচ বৎসর, অথচ এত লঘু যে, লোকে অনায়াসে সেটিকে হাতে করিয়া তুলিতে পারিত। মহারাণী সেই সুন্দর অশ্বটি শিশু কুমারকে উপহার দিয়াছিলেন।

রাজকুমার যখন মিলফোর্ড-হাভেন নামক স্থানে অস্‌বরণ জাহাজে আরোহণ করিতেছিলেন, এই সময় মহাজনতার মধ্য হইতে একজন ওয়েলসবাসী সামান্য লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, যুবরাজের সহিত করমর্দ্দন করা তাহার একান্ত ইচ্ছা। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "যুবরাজ! একজন সামান্য লোক আপনার সহিত করমর্দ্দন করিতে চাহে, আপনি কি তাহাতে অপমান বোধ করিবেন?" যুবরাজের আত্মগরিমা ছিল না, তিনি সরলভাবে সহাস্য-বদনে সেই সামান্য লোকের করমর্দ্দন করিলেন। দর্শক লোকেরা রাজকুমারের অমায়িকতা অবলোকনে আনন্দধ্বনি করিয়াছিল।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যুবরাজ ভিক্টোরিয়া এণ্ড আলবার্ট নামক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক পিতামাতার সহিত সিলিদ্বীপ দর্শনে যাত্রা করেন। সেই যাত্রায় তাঁহারা রথ্‌সে নামক স্থানে উপস্থিত হন, যুবরাজ রথ্‌সের ডিউক, সেই কারণে রথ্‌সেবাসিগণ তাঁহাকে মহাসম্মানে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর পিতামাতার সহিত যুবরাজ স্কট্‌লণ্ডে যাত্রা করেন। তথায় কিছু দিন তিনি বালমোরাল-দুর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। পর-বৎসর আগষ্ট মাসে পিতা-মাতার সহিত তিনি আয়র্লণ্ডে গমন করেন। সেই স্থানে তাঁহার 'আর্ল অব্ ডবলিন' উপাধি লাভ হয়।

অষ্টমবর্ষবয়সে যুবরাজের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। রেবরেণ্ড হেনরী মিলড্রেড

বার্চ্চা তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে প্রিন্স আলবার্ট হাইডপার্কে একটি মহাপ্রদর্শনী মেলার অনুষ্ঠান করেন। মেলা-স্থলে নানা দেশ হইতে নানা প্রকার দ্রব্য আনীত হইয়াছিল, সেরূপ মহাপ্রদর্শনী তৎপূর্ব্বে ইংলণ্ডে আর কখন হয় নাই। অদ্যাবধি ইংলণ্ডের লোকে শ্লাঘাসহকারে সেই প্রদর্শনীর গল্প করে। সেই প্রদর্শনীটি প্রিন্স আলবার্টের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ জননীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন।



রাজকুমারী মেরী ও যুবরাজ এডওয়ার্ড ক্রিকেট-খেলা দেখিতেছেন।

সেই বৎরর ফ্রেডারিক গিব্‌স সাহেব যুবরাজের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। বার্চ্চ সাহেবের শিক্ষাধীনে যুবরাজ অশ্বারোহণ, সন্তরণ ও কুস্তী প্রভৃতি ব্যায়ামে বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, অন্যান্য ক্রীড়াতেও তিনি অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু ঘোটকারোহণেই তাঁহার সমধিক অনুরাগ।

যুবরাজের উদারতা ও সদাশয়তার উদাহরণ অনেক। বাল্যাবস্থায় রাজগৌরব ও পদমর্য্যাদার অনুরোধে তাঁহাকে সাধারণ বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে অথবা মিশিতে দেওয়া হইত না, অথচ ক্রিকেট-খেলার প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ ছিল যে, প্রাসাদের বহির্ভাগে অপর বালকেরা ক্রিকেট খেলিত, তিনি এবং তাঁহার এক ভগ্নী রাজকুমারী এলিস প্রাসাদের গবাক্ষপথ হইতে তাহা দর্শন করিতেন। অপরাপর বালকগণের সহিত মিশিবার নিষেধ সত্ত্বেও, সুযোগ পাইলেই তিনি সমবয়স্ক অথবা অল্পবয়স্ক সাধারণ বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতেন; খাদ্যদ্রব্য পাইলে তাহাদিগকে প্রদান করিয়া তিনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উইণ্ডসর-প্রাসাদে অবস্থান করিতেন, তথা হইতে 'চবহাম' শিবিরে সর্ব্বদা গমন করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যগণের যুদ্ধ-কৌশল দর্শন করিতেন। সেই বৎসর আগষ্ট মাসের শেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্লিন নগরে গমন করিয়া তথায় শিল্পপ্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ সেই প্রদর্শনীদর্শনার্থী হইয়া, জননী সমভিব্যাহারে ডব্লিন নগরে গমন করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ইংলণ্ডের জয়লাভ হওয়াতে পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভার সভ্যগণ ৩রা এপ্রেল তারিখে বকিংহাম্ প্রাসাদে সমবেত হইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। যুবরাজ সেই দিন জননীর সহিত রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ সেই তাঁহার প্রথম। তদবধি তিনি মাতার সহিত সাধারণ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে আরম্ভ করেন। মহারাণী যখন স্ফাটিক-প্রাসাদ উন্মুক্ত করেন এবং ক্রিমিয়াপ্রত্যাগত আহত সৈনিকগণকে পদক বিতরণ করেন, যুবরাজ তখন তাঁহার জননীর সহকারিতা করিয়াছিলেন। কেবল সেই সকল কার্য্যে লিপ্ত হইয়াই তিনি দিনযাপন করিতেন না, অধ্যয়ন-বিষয়েও তিনি গাঢ় নিবিষ্ট ছিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার আলস্য অথবা অমনোযোগ ছিল না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া হাইড পার্কে "ভিক্টোরিয়া ক্রস্" উপাধি বিতরণ এবং ম্যাঞ্চেষ্টার-প্রদর্শনী সন্দর্শনে গমন করেন, যুবরাজ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইহার পর জেনারল গ্রে, কর্নেল পন্সনবি, পণ্ডিত গিব্‌স, রেবরেণ্ড তারবার এবং ডাক্তার আর্মষ্ট্রং প্রভৃতির সঙ্গে যুবরাজ জর্ম্মনী ও সুইজর্লণ্ডরাজ্য দর্শন করিতে যান; অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া বিদ্যানুশীলনে মনোনিবেশ করেন। অধ্যাপক ফারাদে তাঁহাকে এই সময় বিজ্ঞানশাস্ত্রের শিক্ষা দেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারী তারিখে মহারাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ, জামাতা হইলেন জর্ম্মনীর সম্রাট ফ্রেডারিক। প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ সেই বিবাহ-উৎসবে নৃত্যসভায় নৃত্য দর্শন করেন, তৎপূর্ব্বে তিনি আর কখনও "বল"-সভায় উপস্থিত হইয়া নৃত্য দর্শন করেন নাই। সেই সময় হইতে বলনাচের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চারিত হয়।

সেই বৎসর বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১লা এপ্রেল দিবসে যুবরাজ উইণ্ডসরের রয়াল চ্যাপেলে কাণ্টারবারীর প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করেন। উইণ্ডসরে অবস্থানকালে সহপাঠীগণের সহিত তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ইটনে বেড়াইতে যাইতেন। অল্পবয়স্ক যুবরাজের অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে মহারাণীর নিদেশ ছিল না। যুবরাজ একদিন একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় একজন বালক পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি? তুমি কোথায় থাক? তোমার শিক্ষক কে?" যুবরাজ উত্তর করিলেন, "আমার নাম ওয়েলস, আমি উইণ্ডসর প্রাসাদে থাকি, আমার শিক্ষয়িত্রী মহারাণী।" এই উত্তর দিয়া তিনি প্রশ্নকারী বালকের করমর্দ্দন করিলেন।

আর একদিন যুবরাজ ডগকার্টে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, সঙ্গে একজনও সহিস ছিল না, পথিমধ্যে তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধা একটা বোঝা মাথায় লইয়া অতিকষ্টে পথবাহন করিতেছে। বোঝাটা এত ভারী যে, বৃদ্ধা চলিতে পারিতেছে না। তদ্দর্শনে যুবরাজের মনে করুণার উদ্রেক হইল, গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাজরায় কি আছে?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "ডিম, মাখম, আর তরকারী।" যুবরাজ বলিলেন, "সমস্ত ডিম্বগুলি আমায় দাও, তাহা হইলে আমি আমার মায়ের একখানি ছবি তোমায় দিব।" বৃদ্ধা বলিল, "তোমার মায়ের ছবি? সে ছবি লইয়া আমি কি করিব?"

মৃদু হাস্য করিয়া যুবরাজ বলিলেন, 'পরে জানিতে পারিবে।"

এইরূপ কথোপকথনের পর বৃদ্ধাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যুবরাজ তাহার গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া দিলেন এবং তাহার বাজরা হইতে ছয়টি ডিম্ব তুলিয়া লইয়া তাহার হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন,—বলিলেন, "ইহাই আমার মায়ের ছবি।" বলা বাহুল্য, সেই স্বর্ণমুদ্রাতে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণীর বদনের প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল। মহাবিস্ময়ে বৃদ্ধা অবাক্।

এই ঘটনার পর যুবরাজ দক্ষিণ আয়র্লণ্ড ভ্রমণ করিয়া পশ্চাত্তে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময় অধ্যয়নের প্রতি তাঁহার অধিক মনোযোগ বর্দ্ধিত হইল, অধ্যয়নে তিনি এত দূর নিবিষ্টচিত্ত রহিলেন যে, হোয়াইটলজের বাহিরে আসিতে তাঁহার অবকাশ রহিল না।

মহারাণী ও প্রিন্স আলবার্টের সুব্যবস্থার গুণে যুবরাজ সাহিত্য-বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শৈশবে ও কৈশোরে পিতামাতার কঠিন শাসনে নিয়ন্ত্রিত থাকিলেও তাঁহার সরস হৃদয় নীরস হয় নাই,—কৌতুক স্পৃহা নিবারিত হয় নাই। প্রিন্স আলবার্ট একদিন বকিংহাম প্রাসাদে একখানি কার্ড পান, কার্ডে লেখা ছিল—ডিউক অফ্ রথ্‌সে।" প্রিন্স আলবার্ট ঐ নামটী বুঝিতে পারিলেন না, একজন আরদালীকে বলিলেন, "ডিউককে এইখানে লইয়া আইস।" আরদালী ডিউক আনিতে গেল, অনতি-বিলম্বে ধীর-পদবিক্ষেপে হাইল্যাণ্ডার-সৈন্যবেশধারী ডিউক অফ্ রথ্‌সে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে একজন হাইল্যাণ্ডার বংশীবাদক। প্রিন্স আলবার্ট বিস্ময়াপন্ন। তিনি দেখিলেন, ডিউক অফ্ রথ্‌সে অপর কেহই নহে, তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী।



শিকারীবেশে যুবরাজ।

সেই বৎসর মে মাসে যুবরাজ একবার অসবর্ণে গমন করিয়াছিলেন। জুন-মাসে তিনি চারবার্গে গিয়াছিলেন। "বালমোরাল প্রাসাদে" অবস্থানকালে তিনি একদিন মৃগয়া করিতে বাহির হন, তাঁহার বন্দুকের গুলীতে একটী মৃগ আহত হয়। ইহার পূর্ব্বে যুবরাজ কখনও মৃগয়া করেন নাই।

সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে যুবরাজ একটি সৈনিকদলে কর্ণেলপদে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই সময় তিনি "অর্ডার অফ্ দি গার্টার" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার শিক্ষক গিবস্ সাহেব শিক্ষকতা-পদ হইতে অপসৃত হন, কর্ণেল ক্রস তাঁহার অভিভাবকের পদ গ্রহণ করেন ; এই সময়ে স্পেনরাজ্যের রাজ্ঞী যুবরাজকে "অর্ডার অফ্ দি গোল্‌ডন ফ্লিস্" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে প্রুসিয়া রাজ্য হইতে "অর্ডার অফ্ দি ব্ল্যাক ঈগল" উপাধিতে তিনি অলঙ্কৃত হন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যুবরাজ ইতালী, জিব্রাল্‌টার ও পর্ত্তুগাল রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। জুনমাসে ইংলণ্ডের হাইড পার্কে অবৈতনিক সৈন্যের সম্মিলনী হয়, বিংশতি সহস্র সেনা তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সম্মিলনী দর্শনের অভিলাষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া একখানি অনাবৃত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক হাইড পার্কে যাত্রা করেন ; প্রিন্স আলবার্ট এবং প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্ দুটী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মহারাণীর শকটের সঙ্গে সঙ্গে যান।

সেই বৎসর যুবরাজ এডিনবরা নগরে গমন করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত "হোলিরুড" প্রাসাদে পাঠ্যাভ্যাসে রত হন। বিখ্যাত অধ্যাপকগণের নিকটে তিনি ইতালিক, জর্ম্মান্ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন, সেই সঙ্গে রসায়নাদি বিজ্ঞান, ইতিহাস ও আইন প্রভৃতি শিক্ষা হয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের শিক্ষক লর্ড প্লেফেয়ার একদা ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন,—"আলজিরিয়ার ঐন্দ্রজালিকেরা দ্রবীভূত লৌহ লইয়া যে ক্রীড়া দেখায়, তাহা কোন অলৌকিক শক্তি অথবা মন্ত্রবলের ফল নয়, বিজ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক কার্য্য। হস্তে অ্যামোনিয়া লেপন করিলে অত্যুত্তপ্ত ধাতু সকলেই স্পর্শ করিতে পারে। ঐ যে অগ্নির উত্তাপে লৌহ-কটাহে সীসক দ্রব হইতেছে, তাহাতে তোমরা অ্যামোনিয়া-লিপ্ত দক্ষিণহস্ত ডুবাইয়া দ্রবীভূত সীসক তুলিয়া পার্শ্বস্থ জলপাত্রে রাখিতে পার।"

সেই উপদেশ শ্রবণে যুবরাজ উপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি আপনি আমাদিগকে ঐ গলিত সীসকে হাত ডুবাইতে বলিতেছেন?"

লর্ড প্লেফেয়ার বলিলেন, "হাঁ।"

যুবরাজ বলিলেন, "আপনি যদি আমাকে অনুমতি করেন, তবে আমি এখনি পারি।"

প্লেফেয়ার বলিলেন, "আচ্ছা, পরীক্ষা দেখাও।"

অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই যুবরাজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই দ্রবীভূত সীসক উত্তোলন করিতে লাগিলেন।



এডিনবরা নগরে তখন ষোড়শসংখ্যক গোলন্দাজ সৈনিক ছিল। যুবরাজ সেইখানে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন।

বিবিধ বিদ্যাশিক্ষায় যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন. কিছুদিন বিশ্রামের পর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। হারবার্ট ফিসার সাহেব তৎকালে তাঁহার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুবরাজ ক্রাইষ্ট কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ সুখ্যাতি ও প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। বিদ্যালাভে অতিরিক্ত পরিশ্রমে অনেক বালকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; কিন্তু যুবরাজনিত্য নিত্য কায়িক শ্রমসাধ্য ব্যায়াম অভ্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদা সুস্থশরীরে অবস্থান করিতেন। অশ্বারোহণ, ক্রিকেট ক্রীড়া, নৌকার দাঁড় টানা তাঁহার প্রধান ব্যায়াম।

যুবরাজের শ্রমসহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটী উত্তম উদাহরণ আছে। একদিন তিনি টি্রনিটি কলেজ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে পথি-মধ্যে প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। তাঁহার সঙ্গে কেহ ছিল না, যান-বাহনও ছিল না, হস্তে একটী ছত্রও ছিল না, ক্রমাগত ভিজিতে ভিজিতে পথিপার্শ্বস্থ এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কুটীর দোকানে তিনি আশ্রয় লন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, বৃষ্টি থামিল না ; সুতরাং তিনি সেই বৃদ্ধার নিকট একটি ছাতা চাহি-লেন। বৃদ্ধা একটি পুরাতন জীর্ণ ছাতা বাহির করিয়া দিল। গৃহে উপনীত হইয়াই ছাতাটি তিনি ফিরাইয়া পাঠাইবেন, যুবরাজের এইরূপ অঙ্গীকার রহিল। গৃহে পৌছিয়াই তিনি সেই অঙ্গীকার পালন করিলেন, একজন ভৃত্যের দ্বারা সেই ছাতাটি এবং সেই সঙ্গে একটি গিনি বৃদ্ধার দোকানে পাঠাইয়া দিলেন। দোকানে পৌছিয়া ভৃত্য বলিল, "যুবরাজকে তুমি ছাতা দিয়াছিলে, এই লও-সেই ছাতা, তোমার সেই উপকারের জন্য যুবরাজ তোমাকে একটি গিনি পুর-স্কার দিয়াছেন।" এই বলিয়া ভৃত্য সেই ছাতাটি ও গিনিটি বৃদ্ধার হস্তে অর্পণ করিল। অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া বৃদ্ধা বলিল, "তিনি যুবরাজ, যদি ইহা আমি জানিতাম, তাহা হইলে কদাচ এই জীর্ণ ছাতা তাঁহাকে দিতাম না, আমার রেশমী ছাতা আছে, নিশ্চয়ই সেই ছাতাটি তাঁহাকে দিতাম।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাই যুবরাজ "ব্যারন রেনফ্রু" নাম ধারণ করিয়া "হিরো" নামক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক আমেরিকা রাজ্যে যাত্রা করেন। ভ্রমণ ও অব-স্থান সময়ে সর্ব্বত্রই তিনি সবিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠাতা চিরস্মরণীয় মহাবীর জর্জ্জ ওয়াসিংটনের সমাধিস্তম্ভ যে স্থান আছে, যুবরাজ সেই স্থানের নিকটে একটী বাদামগাছ রোপণ করিয়া আসিয়া-ছেন। ইংলণ্ডের প্রিন্স স্বাধীনতার কতদূর গৌরব করিতেন, এই দৃষ্টান্তেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সমাধির নিকটে বৃক্ষরোপণের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বৃক্ষটি যতই বর্দ্ধিত হইবে, প্রাচীন বংশের অধস্তন বংশধরেরা তাহা দেখিয়া ততই সেই প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করিতে পারিবে ; আমেরিকার স্বাধীন-তার প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা মহাত্মা ওয়াসিংটন এই স্থানে চিরবিশ্রাম করিতেছেন, তাহা স্মরণ হওয়াতেই তাহাদের স্বাধীন প্রবৃত্তি নব নব অনুরাগে জাগিয়া জাগিয়া উঠিবে।

১৫ই নবেম্বরে যুবরাজ আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হন। দেশ-ভ্রমণের আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণকারীরা প্রায়ই বিদ্যাধ্যয়নে ঔদাস্য প্রকাশ করেন, কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যৈষ্ঠ পুত্রের সে প্রকার প্রকৃতি ছিল না ; দেশভ্রমণে জ্ঞানার্জ্জন হয়, বহুদর্শিতা জন্মে, ইহা তিনি বুঝিতেন, ইহাও বিদ্যা-

শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ, তাহাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; অতএব স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া তিনি পুনরায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হন। পরবৎসর তিনি কেম্ব্রিজের "ট্রিনিটি" কলেজে প্রবেশ করিয়া অভ্যাসানুরূপ নানা বিদ্যা-শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হন।

যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে তিনি সার্জেণ্ট উড সাহেবের নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন, আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত করাসী-শিবিরে তিনি ষট্-ত্রিংশসংখ্যক সেনাদলে ভুক্ত হন।

সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে প্রুসিয়া-রাজ্যের রণ-কৌশল-দর্শনাভিলাষে তিনি জর্ম্মনীতে গমন করেন। সেই যাত্রায় জর্ম্মনীতে একটি সুসংঘটন হয় ; ডেন্-মার্কের পরমা সুন্দরী রাজকুমারী আলেক্‌জান্দ্রার সহিত তাঁহার শুভসন্দর্শন। অল্পদিনের ঘনিষ্ঠতায় উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ-সঞ্চার। যুবরাজ জর্ম্মনী হইতে ইংলণ্ডে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের পরিণয়সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়।

সেই বৎসর অক্টোবর মাসে প্রিন্স অভ্ ওয়েলস্ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সেই সময় মিডিল টেম্পলের পুস্তকাগার উন্মুক্ত হয়। মিডিল টেম্পল সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। তথায় ধূমপান করা নিষিদ্ধ ছিল, যুবরাজ সেই নিয়ম রহিত করিয়া চুরুটের প্রচলন করিলেন। একদিন ভোজাবস্থানে তিনি স্বয়ং চুরুট ধরাইয়া সমবেত সম্ভ্রান্তজনগণকে এক একটি চুরুট প্রদান করিলেন। সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া যুবরাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সেই অবধি যুবরাজ মিডিল টেম্পলের ধূমপায়ী সভ্যগণের আশীর্ব্বাদভাজন হন।

সেই বৎসর নবেম্বর মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "অর্ডার অফ্ দি ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া" উপাধির সৃষ্টি করেন, মহারাণীর দ্বারা যুবরাজ ঐ উপাধিতে ভূষিত হন।

এই স্থলে একটি শোচনীয় বিষয়ের অবতারণা করিতে হইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেখিতে আসেন, দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়, ক্রমে ক্রমে সেই পীড়া প্রবল হইয়া উঠে। মহারাণীর দ্বিতীয়া কন্যা এলিস তৎকালে পিতৃসন্নিধানে ছিলেন, পিতার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তারযোগে কেম্ব্রিজে যুবরাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। যুবরাজকে অবিলম্বে পিতার নিকট আসিবার অনুরোধ। টেলিগ্রাম পাইবামাত্র যুবরাজ পিতৃসন্নিধানে আগমন করেন। সেই বৎসর ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে যুবরাজের পিতৃবিয়োগ।

কেম্ব্রিজ হইতে প্রত্যাগমনকালে প্রিন্স আলবার্ট গির্জ্জা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা করেন। তৎকালে তাঁহার পীড়ার সূত্রপাত, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, তথাপি অনেকক্ষণ জানু পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে তথা হইতে গৃহে লইয়া যাওয়া হয়; যে গৃহে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পিতৃব্য চতুর্থ জর্জ্জ ও চতুর্থ উইলিয়ম প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, পীড়িত অবস্থায় প্রিন্স আলবার্ট সেই গৃহেই নীত হন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে সেই গৃহমধ্যে একটি পিয়ানো-যন্ত্র আনয়ন করা হয়, রাজকুমারী এলিস সেই যন্ত্রযোগে স্তোত্র গান করেন। তাঁহার পিতার নেত্র বাষ্পপূর্ণ হয়। ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইলেও প্রিন্স আলবার্ট সর্ব্বদা করযোড়ে বসিয়া বসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই জীবনরক্ষা হইল না, ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি ১০টার সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রিয়তম স্বামী প্রিন্স আলবার্ট ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। রাজপরিবার সকলেই শোক-সন্তপ্ত, মন্ত্রিগণের পরামর্শে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ছোট ছোট সন্তানগুলিকে লইয়া উইণ্ডসর-প্রাসাদ হইতে অস্‌বরণ-প্রাসাদে গমন করিলেন। ২৩ শে ডিসেম্বর উইণ্ডসরের সেণ্ট জর্জ্জ চ্যাপেলে প্রিন্স আলবার্টের সমাধি হইল। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে প্রিন্স আলবার্ট মাতৃহীন হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে ভিক্টোরিয়ার জননী ডচেস্ অফ্ কেণ্ট ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যুবরাজ পুনর্ব্বার "ব্যারণ রেনফ্" নাম ধারণ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন। মিসর রাজ্য ভ্রমণ করিয়া তিনি প্যালেস্তাইন ও জেরুজেলাম দর্শন করেন। এব্রাহিমের সমাধিমন্দির দর্শনের সময় একটি স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল। সমাধিমন্দির-রক্ষক বলিয়াছিল, "এ মন্দিরে কাহাকেও, এমন কি, কোন নরপতিকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আপনি ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব আপনাকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে আমরা বাধ্য।" এইরূপ সম্ভ্রমে যুবরাজ এব্রাহিমের সমাধিমন্দির দর্শন করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া যুবারাজ পুনরায় প্রুসিয়া-রাজ্যে উপনীত হন, তথাকার ক্রাউন প্রিন্স ও প্রিন্সেসের সমভিব্যাহারে ইতালীরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী পার্লামেণ্ট মহাসভার অধিবেশনে যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ প্রথম আসন-গ্রহণ করিয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অনন্তর নবেম্বর মাসের রাজকীয় গেজেটে যুবরাজের বিবাহ-সম্বন্ধ-বার্ত্তা ঘোষিত হয়। পার্লামেণ্টের সভ্য মহোদয়েরা যুবরাজের বার্ষিক ৪০০০০ পাউণ্ড এবং ভাবী রাজবধূর বার্ষিক ১০০০০ পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ইহা

ব্যতীত যুবরাজের কর্ণোয়ালপ্রদেশস্থ সম্পত্তির বার্ষিক আয় ৬০০০০০ পাউণ্ড।

রাজকুমারী আলেক্জান্দ্রাকে ডেন্মার্ক হইতে ইংলণ্ডে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ৪০০০০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছিল। তত টাকা খরচ করিলে কত বড় সমারোহ হয়, পাঠক মহাশয়েরা তাহা অনুভবে বুঝিয়া লইবেন। ডেন্মার্ক-রাজকুমারী যে দিন ইংলণ্ডে আগমন করেন, সে দিন রাত্রিকালে লণ্ডন নগর আলোকমালায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। উইণ্ডসর-প্রাসাদের একটি কক্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া আপন কন্যাগণসহ উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমারী তথায় উপনীত হইলে মহারাণী তাঁহাকে আপন কন্যার ন্যায় আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

১০ই মার্চ্চ সেণ্ট জর্জ্জ চ্যাপেলে যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ রাজকুমারী আলেক্জান্দ্রার পাণিগ্রহণ করেন। পুরোহিত ছিলেন ক্যাণ্টারবারীর প্রধান ধর্ম্মযাজক।

অলঙ্কার-বস্ত্র-ভূষিতা রাজকুমারী আলেক্জান্দ্রা বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলে দর্শকমণ্ডলী তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। 'সমগ্র ইউরোপখণ্ডের মধ্যে তাদৃশী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী বিদ্যমান নাই,' সর্ব্বলোকের রসনায় এই মহাগৌরবধ্বনি পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

বিবাহ অবসানে যুবরাজ-দম্পতি উইণ্ডসর, অস্‌বরণ ও বকিংহাম প্রাসাদ এবং সাণ্ড্রিংহাম নিকেতনে অবস্থান করিয়া ২৮শে মার্চ্চ প্রত্যাগত হন। বিবাহের সময় রাজবধূ আলেক্জান্দ্রা নানা দিগ্‌দেশ হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের নানা দ্রব্য যৌতুক পাইয়াছিলেন, লণ্ডনবাসিগণ তাঁহাকে দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের হীরক-হার যৌতুক দিয়াছিলেন।

লণ্ডনে এবং অপরাপর প্রধান সহরে বিবিধ মহোৎসব হইয়াছিল। পরিণীত জীবনে যুবরাজ সপত্নীক সাণ্ড্রিংহাম নিকেতনে গ্রাম্য জমিদারের ন্যায় বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে মারলবরোপ্রাসাদে নাগরিকের ন্যায় অবস্থান করিতেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী যুবরাজের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; পুত্রের নাম প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সেই পৌত্রটিকে একটি মূল্যবান্ উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন;—সেই উপঢৌকনটি প্রিন্স আলবার্টের রজত-নির্ম্মিত একটি পরম সুন্দর ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম; নাম জর্জ্জ ফ্রেডারিক আরনেষ্ট আলবার্ট, ডিউক অফ ইয়র্ক। ইনিই পঞ্চম জর্জ্জ উপাধি ধারণ করিয়া এক্ষণে ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছেন, ইনিই আমাদের ভারতবর্ষের নবীন সম্রাট্।



রাজ্ঞী আলেক্‌জান্দ্রা।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারী যুবরাজের প্রথমা কন্যার জন্ম; নাম লুইসা ভিক্টোরিয়া আলেকজান্দ্রা ডলমার। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুলাই দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম; নাম ভিক্টোরিয়া আলেক্‌জান্দ্রা অলগা মেরী। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়া কন্যার জন্ম; নাম মড কারনট মেরী ভিক্টোরিয়া। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রেল যুবরাজের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল; নাম হইয়াছিল—আলেক্‌জান্দ্রা জন আলবার্ট; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভূমিষ্ঠ হইবার পরদিনই সেই শিশুটির জীবলীলার অবসান হইয়াছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ জ্বরবিকার (টাইফয়েড) রোগে আক্রান্ত হন। সেই জ্বরে তাঁহার জীবনান্ত হইবে, লোকে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ ও জীবনকাহিনী লিখিয়া বর্ণসজ্জা (কম্পোজ) করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যুবরাজ আরোগ্য লাভ করেন। আরোগ্যলাভান্তে মুদ্রাযন্ত্রের ঐ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া তিনি কৌতূহলবশে বড় বড় সংবাদপত্রের আফিস হইতে সেই সকল অপ্রকাশিত জীবন কাহিনী ও মৃত্যু-সংবাদ আনাইয়া পাঠান্তে আনন্দ লাভ করেন; তাঁহার মহিষীও তৎপাঠে কৌতুক লাভ করিয়াছিলেন। যুবরাজ সেই সকল অপ্রকাশিত কাহিনীর প্রতিলিপি যত্ন পূর্ব্বক একখানি সুন্দর খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বহু দিনান্তে আপন অধীনস্থ কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে যুবরাজ তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া তাহার সহিত প্রিয়-সম্বোধন করিতেন। তিনি যখন সাণ্ড্রিংহামে থাকিতেন, সেই সময় পেইন নামে এক বালক তাঁহার নিকট চাকর ছিল। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে সেই বালক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। মরিয়লবাদে অবস্থানকালে যুবরাজ একদিন একটা টেলিগ্রাম পাঠাইবার জন্য স্বয়ং তথাকার পোষ্ট-আপিসে গিয়াছিলেন; তথার একটি লোক তাঁহাকে সসম্মানে সেলাম করে। যুবরাজ সহসা তাহায় দিকে চাহিয়া সহাস্য-বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে পেইন, ভাল আছ ?"

পেইন পুনরায় অভিবাদন করিল। যুবরাজ সস্নেহে তাহার করমর্দ্দন করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "তোমার স্ত্রীকে একদিন আমার নিকট লইয়া আসিও, আমি তাহাকে আমার একখানি ফটোগ্রাফ দিব।" পেইন আবার সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই অক্টোবর যুবরাজ "সিরাপিস্" জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। "সিরাপিস্" তরণীখানি যুবরাজের নিজের রণতরী, দেখিতে অতি সুন্দর, বহুমুদ্রা-ব্যয়ে নির্ম্মিত। যুবরাজ নিজেই তাহার অ্যাডমিরাল। যুবরাজ ভারতের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে উপনীত হইলে এখানকার অনেক লোক সেই জাহাজখানি দেখিয়া আনন্দ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন, যুবরাজ ভারতের সর্ব্ব-স্থানে মহাসম্মানে ও মহা সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। রাজধানীতেই সমধিক সমারোহ। নানা বিদেশ হইতে পালে পালে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় সমাগত হইয়াছিল। নগরে দীপমালা, আতসবাজী ও ভোজ ইত্যাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কলিকাতা-দর্শনান্তে যুবরাজ যখন ভারতের প্রাচীন প্রাচীন নগরে ও তীর্থস্থানে যাত্রা করেন, তখনও বহুতর


অ্যাডমিরালবেশে যুবরাজ।

লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। প্রায় দুই শত বৎসরকাল ভারতবাসিগণ রাজদর্শনে বঞ্চিত; ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে ভারতের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড মেয়ো। তাঁহার সৌজন্যে সাধারণ প্রজাবর্গ রাজপুত্রকে নির্ব্বিঘ্নে দর্শন করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়েও ভারতের প্রধান প্রধান নগরে উৎসবের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌সের আগমনে তদপেক্ষা অধিক উৎসব, অধিক সমারোহ, অধিক আনন্দ। কেন না, তিনি আমাদের ভাবী রাজেশ্বর। সেই কারণেই রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের আনন্দানুরাগ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে গবর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড নর্থব্রুক। সদাশয়তা-প্রভাবে তিনি এতদ্দেশের রাজা, মহারাজা ও সমস্ত সম্ভ্রান্ত জনগণের সহিত যুবরাজের পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন; যুবরাজও সম্ভ্রান্ত লোকের সম্ভ্রমোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কৃপণতা করেন নাই। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, বরদা, জয়পুর, ঢোলপুর, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী, আগরা, এলাহাবাদ, বারাণসী, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অনেক স্থানে যুবরাজের শুভাগমন হইয়াছিল। এ দেশের দর্শনোপযুক্ত প্রায় সমস্ত স্থান ও সমস্ত পদার্থ যুবরাজ দর্শন করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার অভ্যর্থনা পূর্ণ-মাত্রায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাস্তা, ঘাট, গৃহ, দোকান, এমন কি, দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত বিচিত্র সজ্জায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। আলোকমালা, আতসবাজী ও গৃহসজ্জা ব্যতিরেকে নানাপ্রকার কৌতুক-ক্রীড়াও যুবরাজকে প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এ দেশের পাঠশালা, নাট্যাভিনয়, যাত্রা, কবি, নৃত্য এবং এ দেশের লোকের রুচি-অনুরূপ খাদ্যদ্রব্যাদি দর্শন করিয়া যুবরাজ পরম সন্তোষ

লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন প্রাচীন নগরের অট্টালিকা, দেবমন্দির, মসজীদ, সমাধিস্তম্ভ ও স্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি দর্শনে যুবরাজ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজা ও মহারাজগণ যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার সমাদরের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছিল। কাশ্মীরাধিপতির ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কারণ, রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য পনের ক্রোশব্যাপী একটি নূতন সোজা রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। রাজগণ যুবরাজকে নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন। এই সকল দ্রব্যের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা। এতদ্ভিন্ন যুবরাজ প্রায় পাঁচ শত জীব-জন্তু উপহার পাইয়াছিলেন, সেগুলি লণ্ডনের পশুশালায় সংরক্ষিত হইয়াছে। একজন রাজা যুবরাজকে একখানি রত্ন-খচিত তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। সেই তরবারির মূল্য এক লক্ষ আশী হাজার টাকা।

একজন নরপতি অভ্যর্থনাস্থলে একজন দোভাষীকে বলিয়াছিলেন, "যুবরাজকে তুমি বুঝাইয়া দাও, আমরা সকলেই উঁহার আজ্ঞাবহ, আমাদের ধনসম্পত্তিতে উঁহারই অধিকার; আমাদের সৈন্য-সামন্ত উঁহারই আজ্ঞাধীন। অধিক কি, আমাদের জীবন পর্য্যন্ত উঁহার হস্তে সমর্পিত।" একজন নরপতির মুখে সমগ্র ভারতের রাজভক্তি প্রকাশিত, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কলিকাতার প্রধান প্রধান লোকেরা যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরমাদরে প্রকাশ্য স্থলে সসম্মান অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি বিশেষ উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভবানীপুরস্থ বকুলবাগানের আবাস-ভবনে যুবরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া সমাদর করিয়াছিলেন, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ অলঙ্কার-বস্ত্রে ভূষিতা হইয়া, বরণডালা মাথায় লইয়া যুবরাজকে বরণ করিয়াছিলেন। যুবরাজ তাঁহাদের সজ্জা ও লজ্জা দর্শন করিয়া প্রীতি অনুভব করিয়াছিলেন।

এক কথায় বলিতে হইলে যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছিল। তিনিও এই বিস্তৃত রাজ্যের শোভাসমৃদ্ধি ও সাধারণ প্রজাবর্গের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গেলেন, প্রজারাও ভাবী রাজ্যেশ্বরকে দর্শন করিয়া আন্তরিক রাজভক্তি প্রদর্শন করিল। যুবরাজের অভ্যর্থনায় যত টাকা ব্যয় হইয়াছিল, কেহই তাহা অনর্থক ব্যয় মনে করেন নাই। বিলাতের পার্লামেণ্ট-সভা যুবরাজের ভ্রমণের ব্যয় বলিয়া নব লক্ষ মুদ্রা ও ভারতীয় রাজন্যবর্গকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত ছয় লক্ষ মুদ্রার দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টের প্রদত্ত সার্দ্ধচারি লক্ষ মুদ্রা। তুলনায় এই সকল মুদ্রা ভারতবর্ষের ব্যয়িত

মুদ্রার সামান্য ভগ্নাংশ, ইহা বলিবার অপেক্ষা নাই ; কিন্তু সেই ন্যায্য ভারবহনে ভারতবর্ষ আনন্দিত হইয়াছিল।

সাত মাস পরে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া যুবরাজ আপন জননীর নিকটে ভারতের রাজভক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তৎ-শ্রবণে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল জননীর নিকটে প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া যুবরাজ নিরস্ত থাকেন নাই ; প্রকাশ্য সভাস্থলেও সভ্যগণসমক্ষে ভারতবাসীর ধর্ম্মানুরাগ, বিদ্যানুরাগ, শিল্পানুরাগ ও রাজভক্তির বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের যে সমস্ত মহানুভব ব্যক্তি অকপটে ভারতের মঙ্গলাভিলাষী, যুবরাজের বর্ণনা শ্রবণে তাঁহাদের অন্তরে পরম সন্তোষের উদয় হইয়াছিল।

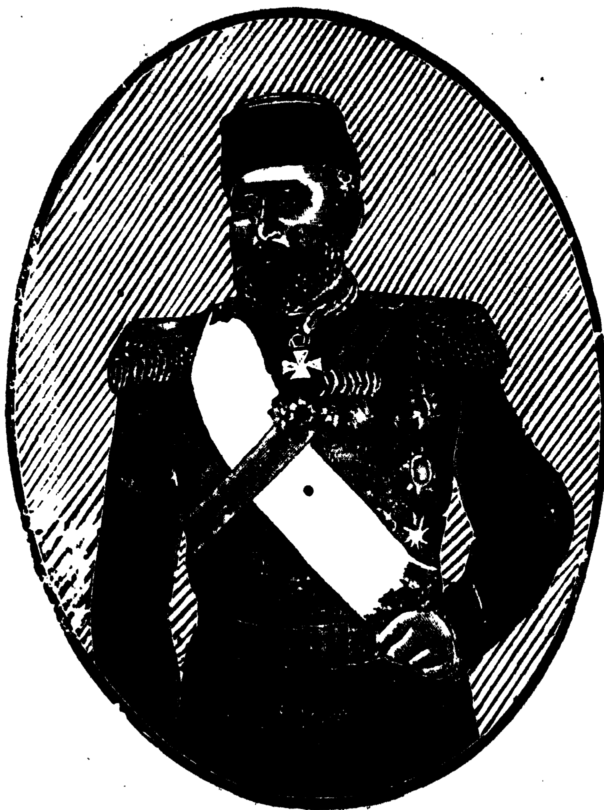
রাজ্যমধ্যে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতিকল্পে যুবরাজের যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল। ঐ সকল বিষয়ের উন্নতিকল্পে তিনি নানা স্থানে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; সর্ব্বসাধারণের সহিত তাঁহার সহানুভূতি চিরদিন অক্ষুন্ন ছিল। ইউরোপের সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া তিনি প্রত্যেক রাজ্যের নরপতির সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতেন। সর্ব্বরাজ্যে সমভাবে শান্তি স্থাপিত হয়, ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। রাজগণ এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তাঁহাকে শান্তিস্থাপক বলিয়া গৌরব দান করেন। ইতিহাসেও শান্তিস্থাপক রাজা এডওয়ার্ড (King Edward the peace-maker) বলিয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে রুসীয় "জারের" এক পুত্রের সহিত ডেন্মার্কের এক রাজকুমারীর বিবাহ হয়। সেই বিবাহ উপলক্ষে যুবরাজ সস্ত্রীক রুসিয়া-রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে মধ্যে মধ্যে তিনি রুসীয় সেনাপতির বেশ ধারণ করিতেন।

প্রিন্স আলবার্ট জীবদ্দশায় কেন্‌সিংটন নগরে বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চ্চার নিমিত্ত একটি গৃহনির্ম্মাণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, জীবনকালের মধ্যে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২০ শে মে যুবরাজের যত্নে সেই কেন্‌সিংটন নগরে আলবার্ট হলের ভিত্তিস্থাপন হয় ; মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভিত্তিস্থাপন করেন। সেই হলনির্ম্মাণে দুই লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ সপত্নীক আয়র্লণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় তথায় তাঁহার "অর্ডার অফ্ সেণ্ট পেট্রিক" এবং ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "এল, এল, ডি" উপাধি লাভ হয়। সেই বৎসরের শেষে তিনি সস্ত্রীক ফ্রান্স, ডেন্-মার্ক, সুইডেন, জর্ম্মনী, অষ্ট্রীয়া, মিসর ও তুরস্ক ভ্রমণ করেন। মিশরের পাশা

তাঁহাদের যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় রজত-পর্য্যঙ্কে শয়ন, সুবর্ণ-পাত্রে ভোজন এবং সুবর্ণ-আসনে উপবেশন করিতেন।



রুস-সেনাপতির বেশে যুবরাজ।

তুরস্কের সুলতানও তাঁহাদের সমাদরের ত্রুটি করেন নাই; তাঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য দুই শত দাসী ও দেহরক্ষার জন্য সহস্র অশ্বারোহী নিযুক্ত ছিল। সুলতান তৎপূর্ব্বে কোন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর সহিত একত্র ভোজন করেন নাই; এইবার ইংলণ্ডের যুবরাজ-দম্পতির সহিত একত্র আহার করিয়া তাঁহাদের মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এই বৎসর যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ ফ্রি মেসন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হন, নরওয়ের রাজা তাঁহাকে সেই সম্প্রদায়ে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের প্রথা আছে, কোন রাজা অথবা রাণীর ৫০ বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হইলে একটি জুবিলী হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১এ জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

প্রথম জুবিলী হইয়াছিল। বিস্তৃত রাজ্যের সর্ব্বত্র সেই জুবিলী উপলক্ষে মহোৎসব হইয়াছিল। যুবরাজ সেই উৎসবে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জুবিলী উপলক্ষে বকিংহাম প্রাসাদে অবৈতনিক সৈন্যের সম্মিলনী হইয়াছিল, চব্বিশ সহস্র সৈন্যের সম্মিলন; যুবরাজ তাঁহার নিজের সেনাদল সহ তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। জুবিলী উপলক্ষে মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয়। প্রসিদ্ধ শিল্পী বোহেম সাহেব সেই মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল যুবরাজ বার্টিন গার্ডেনে লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সেই মূর্ত্তির আবরণ মোচন করেন। অনন্তর এপ্রেল মাসের শেষভাগে টেম্‌স নদীর বাঁধের উপরিস্থিত ফিজিসিয়ান ও সার্জ্জনের রয়েল কলেজে যুবরাজ তাঁহার জননীর পূর্ণায়ত এক প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। কেন্‌সিংটন গার্ডেনে মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তির আবরণ-মোচনের সময় যুবরাজ সস্ত্রীক তথায় গমন করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জননীর প্রতিনিধি-স্বরূপ যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ "রয়াল কলেজ অফ মিউজিক্" নামক অট্টালিকার আবরণ মোচন করেন। সেই অট্টালিকা-নির্ম্মাণের ব্যয় পঁয়তাল্লিশ হাজার পাউণ্ড। লিডসনিবাসী স্যামসন ফক্স সাহেব ঐ সমস্ত ব্যয় প্রদান করিয়াছিলেন।



মেসনিক-বেশে যুবরাজ।

দশ বৎসর পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জুবিলী হয়। ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোন রাজা অথবা রাণীর এইরূপ উভয় জুবিলী হয় নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পিতামহ রাজা তৃতীয় জর্জ্জ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি জুবিলী হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের রাজবংশে আর একটি প্রথা আছে, কোন রাজপুত্রের দাম্পত্য-জীবন পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে রৌপ্য-বিবাহ নামে সেই স্ত্রীপুরুষে পুনরায় বিবাহ হয়। যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করিয়াছিলেন; ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে

২৫ বৎসর পূর্ণ হয়; অতএব সেই বৎসর রাজ্ঞী আলেক্জান্দ্রাকে লইয়া তিনি রৌপ্য-বিবাহ সম্পাদন করেন।

জীবনকালের মধ্যে যুবরাজের কয়েকটি জীবন-সঙ্কট দুর্ঘটনা হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে উইণ্ডসর পার্কে প্রিন্স আলবার্ট মৃগয়া করিতে যান; যুবরাজ সেই সঙ্গে ছিলেন। কর্ণেলের পশ্চাতে যাইবার সময় তিনি দেখিলেন, বন্দুকের গুলীতে একটি পাখী আহত হইয়া পড়িল, বালকসুলভ চাপল্যে তিনি সেই আহত পাখীটি কুড়াইবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন; সেই সময় লর্ড ক্যানিঙের বন্দুকের গুলী তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া উক্ত কর্ণেলের মুখে লাগিল, যুবরাজ আহত হইয়াছেন, সকলেই এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় গুলীতে তাঁহার আঘাত লাগে নাই।

ষোড়শবর্ষ বয়সে তিনি এক হ্রদতীরস্থ উচ্চ পাহাড়ে উঠিতেছিলেন, হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান, ৭০ হাত নিম্নে গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, দেহ রক্তাক্ত হইয়াছিল; কিন্তু অঙ্গে বিশেষ আঘাত লাগে নাই।

আমেরিকা-ভ্রমণকালে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের সম্মানার্থ নিউইয়র্ক নগরে এক নৃত্য-সভা হয়; তিন সহস্র নরনারীর সমাগম, ভার সহ্য করিতে না পারিয়া-গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই, যুব রাজকেও আঘাত লাগে নাই।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হেডেনবর্গ নগরে ভাবী পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যুবরাজ তথায় গমন করিয়াছিলেন। যে আসনে তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই আসন হইতে উঠিবার অব্যবহিত পরেই উপর হইতে একটা ঝাড় পতিত হইয়া আসনখানি চূর্ণ হইয়া যায়। ভাগ্যক্রমে যুবরাজ রক্ষা পাইয়াছিলেন।

প্রিন্স জর্জ্জের জন্মের কয়েক দিন পরে (১৮৬৫ অব্দের জুন মাসে) রাজ-প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড হয়। উপর হইতে অগ্নি-নিবারণের চেষ্টা করিবার সময়, যুব-রাজ একটা লোহার কড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়েন, অন্যান্য লোক তাঁহাকে নামাইয়া লয়। আঘাত লাগে নাই।

যুবরাজ একদিন বেলজিয়ামের রাণীর সহিত ঘোটকারোহণে লণ্ডনের রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন, অশ্বশালার একজন অধ্যক্ষ তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। সম্মুখদিক্ হইতে আর একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে আসিতেছিল। তাহার ঘোড়াটা সজোরে যুবরাজের ঘোড়ার উপর আসিয়া পড়িল। যুবরাজের ঘোটকটি সওয়ার সহ ভূশায়ী হইল। যুবরাজ অতি সাবধানে ঘোটকের তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ সস্ত্রীক প্যারিস নগরে উপনীত হইলে ফরাসী নরপতি যুবরাজকে লইয়া মৃগয়া করিতে যান। যুবরাজ অশ্বপৃষ্ঠে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। একটা হরিণ তাঁহার অশ্বকে শৃঙ্গাঘাত করে, অশ্বটি ভূতলে পতিত হয়, যুবরাজও পড়িয়া যান, কিন্তু গুরুতর আঘাত লাগে নাই।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সাণ্ডিংহ্যাম প্রাসাদে যুবরাজের ভয়ানক জরবিকার হয়। জীবনসংশয় হইয়া উঠে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সেই সংবাদ পাইয়া সাণ্ডিংহ্যামে গমন করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রত্যেক ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হয়, ক্রমে ক্রমে জ্বরের উপসর্গগুলি বিদূরিত হইতে লাগিল, যুবরাজ ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইলেন। যুবরাজ রোগমুক্ত হইলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২৭এ ফেব্রুয়ারী সমগ্র রাজ্যে মহোৎসব হইয়াছিল। মহারাণীর আদেশানুসারে ইংলণ্ডের উপাসনাগৃহে বিশেষ উপাসনা এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছিল। সেই রাত্রে লণ্ডন নগর দীপমালায় শোভিত হইয়াছিল।

প্যালেষ্টাইন তীর্থ দর্শনের সময় যুবরাজ একদা মরু-সাগরে স্নান করিতে যান। জলে নামিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া যায়, জলমধ্যেই তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। একজন ভৃত্য তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে।

যুবরাজ একদিন নৌকা করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, হঠাৎ আর একখানা নৌকা তাঁহার নৌকার উপর আসিয়া পড়াতে সেখানি জলমগ্ন হইয়া যায়। যুবরাজ অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে যুবরাজ ধনকুবের রথচাইল্‌ডের বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন, উপরে উঠিবার সময় সোপানে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান। তাঁহার হাঁটুর সন্ধিস্থলে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, অনেক দিন কষ্টভোগ করিয়া তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রসেলস্ নগরের রেলওয়ে ষ্টেসনে যুবরাজ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সিপিডো নামক একজন বালক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে, ভাগ্যক্রমে গুলী তাঁহার অঙ্গে লাগে নাই। ঈশ্বর যাঁহাকে রক্ষা করেন, কিছুতেই তাঁহার অমঙ্গল ঘটে না।

অতিথিসৎকার যুবরাজের আর একটি মহদ্‌গুণ। যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যখন ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদে আগমন করিয়াছেন, যুবরাজ এবং তাঁহার মহিষী পরম যত্নে তাঁহাদের সেবা-যত্ন করিয়াছেন। অভ্যাগতেরা সকলেই যুবরাজ-দম্পতির যথেষ্ট প্রশংসা কীর্ত্তন করেন।

অন্ধ-খঞ্জাদি বিকলাঙ্গের প্রতি যুবরাজের বিশেষ দয়া ছিল। একদিন লণ্ডনের একটি রাজপথ মহাজনতায় এবং গাড়ী-ঘোড়ায় অবরুদ্ধ হইয়াছিল। একজন

অন্ধ রাস্তার একধারে দাঁড়াইয়া কষ্ট পাইতেছিল, রাস্তার পরপারে যাইতে পারিতেছিল না। যুবরাজ মটর-যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই অন্ধের হস্তধারণ করিয়া রাস্তা পার করিয়া দিয়াছিলেন। অন্য লোকের দ্বারা তিনি সে কার্য্যটি নিষ্পন্ন করিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া তিনি স্বয়ং সেই অন্ধের উপকার করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্যই ঔদার্য্যের পরিচয়।

রাজপুত্র হইয়াও যুবরাজ বিলক্ষণ কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে "হিরো" জাহাজ তুফানের মুখে পড়ে, ইংলণ্ডে পৌছিতে অনেক বিলম্ব হয়। আহার্য্যদ্রব্যাদি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল; সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত হইলেও যুবরাজ অম্লান-বদনে লোণা মৎস্য ও লোণা মাংস ভক্ষণ করিয়া দিনযাপন করিয়াছিলেন।

যুবরাজের গুরুভক্তির একটি সুন্দর নিদর্শন আছে। তাঁহার প্রথম শিক্ষক রেভারেণ্ট বার্চ্চ সাহেব পদ পরিত্যাগ করিলে তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। কতকগুলি মূল্যবান্ উপহার-দ্রব্যের সহিত একখানি ভক্তিপূর্ণ পত্র তিনি বার্চ্চ সাহেবের বালিসের উপর রাখিয়া দেন। সেই পত্র পাঠ করিয়া বার্চ্চ সাহেবের হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হইয়াছিল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের মাতৃ-বিয়োগ। জানুয়ারী মাসের প্রথম হইতেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ক্ষুধামান্দ্য এবং শক্তিহ্রাস হইয়া আসিতে থাকে. চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে তিনি অস্‌বরণ-রাজপ্রাসাদে গমন করেন। ১৮ই জানুয়ারী তাঁহার পীড়ার প্রবলতা পরিলক্ষিত হয়। রাজপরিবারস্থ পরিজনবর্গ অস্‌বরণে আহূত হন। মহারাণীর জ্যেষ্ঠা দুহিতার পুত্র তৎকালে জর্ম্মনীর সম্রাট্; যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স জননীর পীড়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া জর্ম্মন্-সম্রাট্‌কে টেলিগ্রাম করেন। সম্রাট্ উইলিয়াম ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মাতামহীর শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত অসবরণ-প্রাসাদে উপস্থিত হন। মহারাণীর পীড়া হদিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। রোগমুক্তির কামনায় সমস্ত ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হয়। গণনীয় চিকিৎসক মহাশয়েরা যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে থাকেন। কিছুতেই কিছু ফল হইল না। ২২এ জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে সার্দ্ধ ষষ্ঠ ঘটিকার সময় মহামহিমান্বিতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া শান্তিধামে গমন করিলেন। তাঁহার শান্তিময় রাজত্বকাল ৬৩ বৎসর। ইংলণ্ডের কোন রাজা অথবা রাণী এত দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। শোকসন্তপ্ত যুবরাজ তৎক্ষণাৎ তারযোগে লণ্ডনের লর্ড মেয়রকে সম্বাদ প্রেরণ করিলেন। লর্ড মেয়র অনাবৃত-মস্তকে সমবেত জনসাধারণকে সেই ভীষণ শোকাবহ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে গির্জ্জামন্দিরের শোকাবহ ঘণ্টাধ্বনি নগরময়

সেই শোক-সংবাদ প্রচার করিয়া দিল। রঙ্গালয়,ক্রীড়ালয় এবং অপরাপর আমোদ-প্রমোদের ভিন্ন ভিন্ন আলয় তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল; রাস্তাঘাট,গৃহ,তরণী সমস্তই শোকচিহ্ন ধারণ করিল। ক্রমে ক্রমে সেই নিদারুণ সংবাদ জগতের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া পড়িল। জননীরূপিণী মহারাণীর বিয়োগে রাজ্যবাসী সমস্ত লোক মহাশোকে অভিভূত। চতুর্দ্দিক্ হইতে রাশি রাশি সহানুভূতি-সূচক শোক-প্রকাশক পত্র এবং টেলিগ্রাম যুবরাজ-সমীপে প্রেরিত হইতে লাগিল।

২রা ফেব্রুয়ারী রাজোচিত সম্মানে আলবার্ট জাহাজে মহারাণীর মৃতদেহ অসবর্ণ-প্রাসাদ হইতে উইণ্ডসর প্রাসাদে আনীত হয়। উইণ্ডসরেই সমাধি। জর্ম্মনীর সম্রাট্, পর্টুগাল ও বেলজিয়ামের রাজা এবং আরও অনেক রাজা ও রাজকুমার সমাধিস্থলে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীর সমাধিস্থলের পার্শ্বে মহারাণীর দেহ সমাধিস্থ হইল, যুবরাজের আদেশানুসারে সেই দিন রাজ্যের সমস্ত স্থানের কার্য্যালয় ও দোকান-পসার ইত্যাদি বন্ধ হইয়াছিল; সর্ব্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ রহিত হইয়াছিল; মহারাণীর আত্মার মঙ্গলকামনায় নানা স্থানে দেবালয়ে, গির্জ্জায়, মন্দিরে প্রার্থনা হইয়াছিল। কলিকাতানগরে গড়ের মাঠে মহারাণীর বিয়োগে মহাশোকসভা হইয়াছিল।

মহারাণীর স্বর্গারোহণের পরদিন যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস লণ্ডনের মারল-বরো প্রাসাদে উপনীত হইয়া, দেহরক্ষি-পরিবৃত হইয়া,সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদে গমন করেন; সেখানে প্রধান প্রধান রাজমন্ত্রিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী লর্ড সালিসবারী সেই স্থানে যুবরাজকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন।

নবনরপতি সপ্তম এডওয়ার্ড নামে অভিহিত হইলেন, সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের সিংহাসনে রাজা ছিলেন, তৎপরে এই সার্দ্ধ তিন শত বর্ষের মধ্যে এডওয়ার্ড নামে আর কোনও রাজা ইংলণ্ডের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন নাই। অতএব মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রেটব্রিটেন আয়র্লণ্ডসংযুক্ত রাজ্যের রাজা এবং ভারতবর্ষের সম্রাট্।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মন্ত্রিগণ-সমক্ষে নবনরপতি এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে,"আমি আমার জননীর সুনামের খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিব, দেহে যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত আমি প্রকৃতিপুঞ্জের হিতের নিমিত্ত নিযুক্ত থাকিব এবং জননীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিব।"

রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, "মহারাণীর সময় হইতে যে সকল কর্ম্মচারী যে পদে পদস্থ আছেন, তাঁহারা

সেইরূপে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যথারীতি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।" পার্লামেণ্টের হাউস্ অফ্ লর্ডস এবং হাউস অফ্ কমনস্ সভার সভ্যগণ সিংহাসন-সমীপে সমবেত হইয়া প্রথামত শপথ গ্রহণ করিলেন।

মহারাণীর মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জর্ম্মনীর যুবরাজ ২৬এ জানুয়ারী অসবরণ প্রাসাদে আগমন করেন। ২৭এ জানুয়ারী জর্ম্মন্-সম্রাটের জন্মদিন; তাঁহার নিজের "হোহেনজোলারেন" জাহাজে সেই জন্মোৎসব সম্পাদিত হয়। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড তদুপলক্ষে তাঁহাকে সসম্মানে ব্রিটিশ সেনানীর "ফিল্ড মার্শেল" পদে বরণ করেন। ২৮এ জানুয়ারী এক সভা করিয়া নবনরপতি সগৌরবে জর্ম্মনীর যুবরাজকে "অর্ডার অফ্ দি গার্টার" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সভায় জর্ম্মনীর সম্রাট্ এবং ইংলণ্ডের রাজপরিবারস্থ সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

৩০এ জানুয়ারী প্রাতঃকালে মারলবরো-প্রাসাদে নবনরপতি উপস্থিত হইয়া সমবেত মন্ত্রিগণের সহিত রাজকার্য্য পরিচালনার মন্ত্রণা করেন, তদনন্তর বকিংহাম প্রাসাদে গমন করিয়া পর্টুগালাধিপতির অভ্যর্থনা করেন। ঐ দিন জর্ম্মনীর সম্রাট্ তাঁহার ড্রেগুণগর্ড রেজিমেণ্টের কর্ণেল-ইন্-চিফ পদে ইংলণ্ডেশ্বরকে বরণ করিয়াছিলেন।

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড বহু সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন। ব্যবহার-শাস্ত্র, অর্থ-নীতি-শাস্ত্র এবং যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। নানা দেশ-ভ্রমণে তিনি বহুদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় শান্তিপ্রিয়, দয়াবান্, সুশিক্ষিত এবং বহুদর্শী নরপতি অতি অল্পই ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের বৎসরান্তে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের বিধি-সিদ্ধ রাজ্যাভিষেক হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের দিল্লীর দরবারে মহাসমারোহে সেই অভিষেকের উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের সমস্ত রাজা, মহারাজা ও প্রধান প্রধান লোকেরা সেই দরবারে আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। লর্ড কর্জ্জন সেই অভিষেক-সভার সৌষ্ঠব-বিধানার্থ একপ্রকার কল্পতরু হইয়াছিলেন।

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। তিনি প্রেসিডেণ্ট লোবের সহিত ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি দূরবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যে ঘোড়দৌড়ের অশ্বগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, সহসা তিনি দূরবীক্ষণ নামাইয়া একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্ম্মচারীকে বলিলেন, "পুলিস একজন বৃদ্ধাকে নিগৃহীত করিতেছে। আমার ইচ্ছা, আপনি একজন যোগ্য

ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিন, তিনি গিয়া পুলিসকে বলুন, পুলিস যেন বৃদ্ধার প্রতি সদয় ভাবে ব্যবহার করে।"

অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, বৃদ্ধা একজন ফেরীওয়ালী; ভ্রমক্রমে নিষিদ্ধ স্থলে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই জন্য পুলিস তাহার উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে।

সম্রাটের সমবেদনা নিষ্ফল হয় নাই। ফরাসী পুলিস সেই বৃদ্ধাকে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে দিয়াছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মেরিয়ামব্যাণ্টে অবস্থিতি করিতেছিলেন গল্ফ-ক্রীড়াক্ষেত্রে যাইবার পথে বনের ধারে একজন পঙ্গু অর্গ্যান-বাদক অর্গ্যান বাজাইত। সম্রাট্ একদিন দেখিলেন, তাহার কণ্ঠে অষ্ট্রিয়ারাজ্যের একটি রৌপ্য-পদক দোদুল্যমান। যাহারা বিশেষ সাহস বা শৌর্য্য প্রদর্শন করে, তাহারা সেইরূপ পদক পুরস্কার পাইয়া থাকে। ইহা ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়া-ক্রসের সমতুল্য। সম্রাট্ সেই পদক দেখিয়া অর্গ্যান-বাদকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার আদেশ দেন। সম্রাট্ অনুসন্ধান-ফলে অবগত হইলেন, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে একজন কর্ণেলের জীবনরক্ষা করিয়া অর্গ্যান-বাদক এই রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইয়াছিল। গুণগ্রাহী সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ সেই বীরকে অর্থ-সাহায্য পাঠাইয়া দিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয়া কন্যা এলিসের সহিত রুসিয়ার রাজকুমারের (নূতন 'জারের') বিবাহ হয়; তখন রুসীয় রাজ-পরিবারের সহিত ইংলণ্ডীয় রাজ-পরিবারের সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর হয়।

রুসিয়ার পূর্ব্ব-সম্রাট্ যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ছিলেন, ইংলণ্ডের প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ সেই সময় রুসিয়ায় গমন করিয়া সম্রাটের মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করেন। সম্রাট্ তাঁহার কাছে নিজের শোক-দুঃখ-সন্তপ্ত সন্তানকে রাখিয়া ইহ-সংসার হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ নবীন 'জার'কে যথেষ্ট সান্ত্বনা করিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন। রুসিয়ার রাজকুমারী ইংলণ্ডের রাজাকে বড় ভালবাসিতেন। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড একদা রুসীয় "জারের" সহিত তাঁহার শিশুদিগের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজকুমার ও রাজ-কুমারীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার খেলনা উপহার দিয়াছিলেন; সেই শিশুগণের ধাত্রী একটি আইরিস রমণী, সেই ধাত্রীকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তাহার পর বড়দিনের সময় যখন তিনি রুস-রাজকুমার ও রাজকুমারীগণকে উপ-হার দেন, সেই উপহারের সঙ্গে সেই ধাত্রীকেও একটি "ব্রুচ্" উপহার পাঠাইয়া-ছিলেন; ব্রুচের প্যাটার্ণ ছিল স্কচ্ দেশীয়। রাজচিহ্ন-যুক্ত ব্রুচের বাক্সের উপর

লেখা ছিল, "ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহার আয়র্লণ্ড-রাজ্যের প্রজা কামিনীকে এই উপহার দিলেন।"

সিংহাসনে আরোহণের সময় রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অপূর্ণ ১০ দশ বৎসর রাজত্বকালে অক্ষরে অক্ষরে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। স্বদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের কল্যাণার্থ তাঁহার জীবনে সে কথা সার্থক হইয়াছিল। দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, অনুরাগ অক্ষুন্নরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে; কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি ইত্যাদির উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে ও হাঁসপাতালে তিনি প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ছিল। তাঁহার দানশক্তির পরিচয় অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কেহ কোন প্রকারে তাঁহার নিকট দানার্থী হইলে রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া যায় নাই। মিত্র-রাজগণের সহিত তিনি সর্ব্বদা সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন। সন্ধি, শান্তি ও কুশলকামনা করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি শান্তির অগ্রদূত ছিলেন। রাজ্যবাসী, স্বদেশবাসী ও উপনিবেশবাসী কেহই তৎকৃত উপকারলাভে বঞ্চিত হন নাই। সকলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক সন্তুষ্ট ছিল।

বিধাতার নিয়তি অখণ্ডনীয়। তাদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত রাজা বহুদিন রাজ্যসুখ-ভোগ করিতে পাইলেন না। বর্ত্তমান অব্দের মে মাসে দ্বিতীয় দিবসে তিনি এক নাট্যশালায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিশাকালে ঠাণ্ডা লাগাতে তাঁহার অল্প অল্প সর্দ্দিবোধ হয়। সেই সূত্র হইতে গলনালী-ক্ষত। অকস্মাৎ অভাবনীয়-রূপে তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হয়। বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয়েরা অশেষবিধ উপায়ে তাঁহার রোগশান্তির চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকার ফল হয় নাই। মে মাসের পঞ্চম দিবসে মন্ত্রিগণ, অমাত্যগণ, চিকিৎসকগণ এবং বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাকে কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহা হইতে পারে না, যতক্ষণ শেষ নিশ্বাস থাকিবে, ততক্ষণ আমি কার্য্য করিব।" বাস্তবিক তাহাই তিনি করিয়াছিলেন, সেদিনও তিনি স্বয়ং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া উপাধান অবলম্বনে উপবেশন পূর্ব্বক সমবেত বন্ধুগণের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, রাজ্য-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন, দলীলপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

সে রজনী প্রভাত হইল। মে মাসের ষষ্ঠ দিবসে তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারেন নাই, শয্যায় শয়ন করিয়া দেয়ালের দিকে মুখ রাখিয়া করযোড়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ই দিনের রজনী কাল-রজনী, সেই রজনীতে

সর্ব্বজনপ্রিয়, লোকরঞ্জন, সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড জন্মের মত নয়ন মুদিত করিয়া ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

কেবল ইংলণ্ডের রাজপরিবার নহেন, কেবল রাজ্যবাসী প্রজাগণ নহেন, জগতের সমস্ত লোক অবিচ্ছেদে তাঁহার বিয়োগে শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর দশদিক্ হইতে সহানুভূতিসূচক, শোকপ্রকাশক পত্র ও টেলিগ্রাম বিধবা পত্নী ও রাজকুমার জর্জ্জের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল অসংখ্য শোকসূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। শোকোচ্ছ্বাস কতদূর প্রবল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই ;—

৬ই জ্যৈষ্ঠ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। রাজধানীর ইতিহাসেও সে দিন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সে দিন কলিকাতায় যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। নয় বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার লোকান্তরে যে করুণ-গম্ভীর শোকের ছবি দেখিয়াছিলাম, ৬ই জ্যৈষ্ঠ আবার তাহার পুনরাবির্ভাব দেখিলাম। এ শোক-দৃশ্য আরও গভীর, আরও মর্ম্মস্পর্শী। স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের সমাধি-দিবসে তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য নগরবাসীরা যে আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়।

প্রভাতে দেখিলাম, রাজধানী কলিকাতা যেন কোনও ঐন্দ্রজালিকের কুহকে মায়া-নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন,—নীরব, নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ! নগরের সমস্ত দোকানপাট, বাজার-হাট বন্ধ। কালীঘাট হইতে টালা এবং হাবড়া ও শালখিয়া হইতে বেলিয়াঘাটা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যেন নিস্তব্ধতা অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি কলিকাতার প্রাণস্পন্দন যেন সহসা রহিত হইয়া গিয়াছে। নগরে ও উপকণ্ঠে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র এই নীরবতার দৃশ্য দেখিলাম।

সাতটার সময় নগরের গির্জ্জায় ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। নগরবাসী খৃষ্টান সম্প্রদায় নরনারী, বালক-বালিকা বাইবেল-হস্তে নতমস্তকে গির্জ্জার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। নগরের প্রত্যেক গির্জ্জায় স্বর্গীয় সম্রাটের পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায় তাঁহার খৃষ্টান প্রজাগণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

নগরবাসী হিন্দু-সম্প্রদায় সম্রাটের সমাধিদিবসে শোক-প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রভাতে নগরের উত্তরবিভাগ ও পার্শ্ববর্ত্তী উপকণ্ঠ সমূহের অধিবাসীরা, শ্রীযুত সার মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ও পাইকপাড়ার শ্রীযুত কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে শোক-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই জনস্রোত পাইকপাড়ার পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমরাও তাহার অনুসরণ করিলাম।

প্রাতঃস্মরণীয় লালা বাবুর প্রাসাদের সম্মুখে রাজ-পথের উপর সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। 'লালা বাবুর গির্জ্জা' নামে পরিচিত উন্নত মিনারের সম্মুখে সভার মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উপরে কৃষ্ণ চন্দ্রাতপ; সভামণ্ডপ কৃষ্ণবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত; কৃষ্ণ-বস্ত্র-মণ্ডিত মিনারের গাত্রে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের তৈলচিত্র—কৃষ্ণবস্ত্রে সমাবৃত। ক্রমে ক্রমে সভায় জনসমাগম হইতে লাগিল।

তিনটার সময় ময়দানে জনসমাগম আরম্ভ হয়। মনুমেণ্টের নিকট চন্দ্রাতপ-তলে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা ও উপকণ্ঠের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সঙ্গীত-সমাজে উপস্থিত ছিলেন। সকলের নাম লিখিবার স্থান নাই।

সঙ্গীত-সমাজের সভ্যগণ এই সময়ে একবার তাঁহাদের শোক-সঙ্গীত গান করিলেন।

পাঁচটার সময় মিছিল বাহির হইল। সর্ব্বাগ্রে সম্রাটের ছবি একখানি ফিটনের উপর স্থাপিত। তুষার-শুভ্র গোলাপ, ঘনীভূত চন্দ্রিকা তুল্য শ্বেত-কুমুদে ও শুভ্র পুষ্পদামে ছবিখানি অতি সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। ফিটনখানিও শ্বেতপুষ্পে ভূষিত হইয়াছিল। মস্তকের উপর সুবর্ণখচিত মখমলনির্ম্মিত আতপত্র; তাহার রৌপ্যদণ্ড ও রৌপ্য-কলস সূর্য্যের সুবর্ণকিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। বিচিত্র আড়ানি, আসা ও সোঁটা প্রভৃতি ভারতীয় রাজচিহ্ন সম্রাটের ছবির পার্শ্বে ও পশ্চাতে শোভা পাইতেছিল। সহরের অসংখ্য লোক সেই গাড়ী টানিতে টানিতে অগ্রসর হইলেন। সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

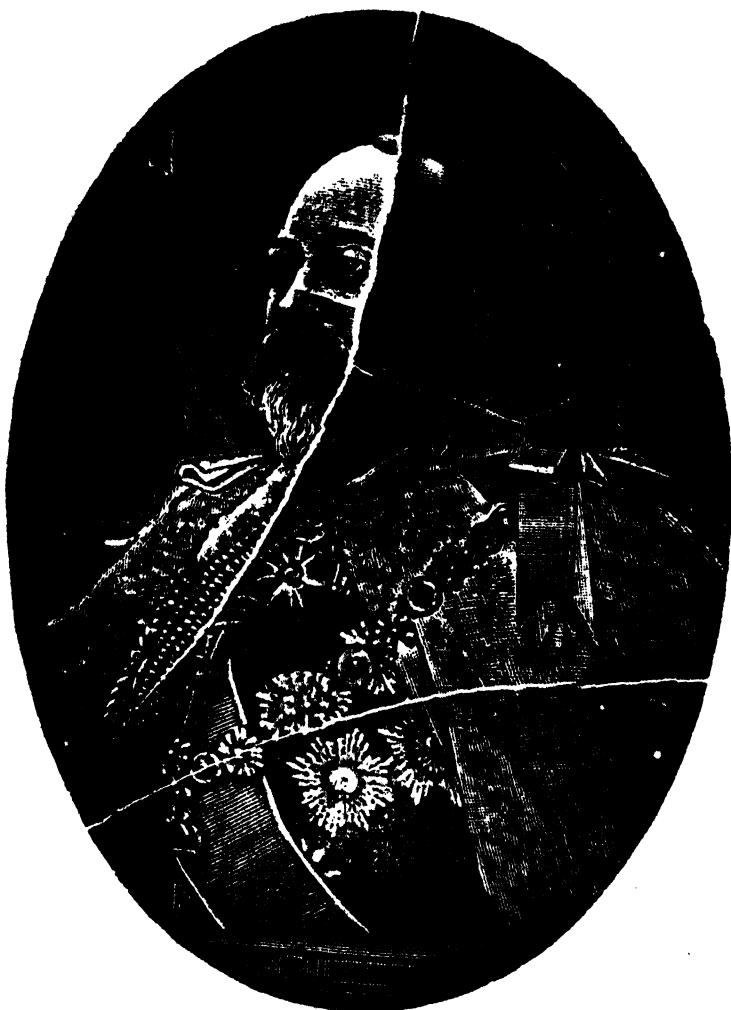
বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি নগ্নপদে অগ্রসর হইলেন। মহারাজাধিরাজ সঙ্গীত-সমাজ হইতে ময়দান পর্য্যন্ত নগ্নপদে পদব্রজে মিছিলের অগ্রণী হইয়াছিলেন।

ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী ও শিখ-সম্প্রদায় মিছিলে যোগদান করিলেন। মিছিল বড়লাটের প্রাসাদের সন্নিকটে উপস্থিত হইল।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সভাপতি হইয়াছিলেন, সভায় অনেকগুলি শোকসূচক বক্তৃতা হইয়াছিল।

রবিবার প্রভাতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর পান্তীর মাঠে আটচালার দক্ষিণে আর দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আটচালা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সূর্য্যোদয়ের পর হইতেই কাঙ্গালী-সমাগম হইতে লাগিল। রাস্তার দুই ধারে ও আটচালার ভিতর অসংখ্য কাঙ্গালী বসিয়া খিচুড়ি ও বিবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন



সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড।

পরিতোষরূপে ভোজন করিল। গাড়ী করিয়া ভোজ্যদ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক পরিবেশন করা হইয়াছিল। রাস্তায় তিলধারণের স্থান ছিল না; ট্রামও বন্ধ ছিল।

রাত্রি আটটার পর কাঙ্গালীরা চোরবাগানের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রাসাদের বিস্তৃত বাগানে সমবেত হয়। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত বস্ত্র বিতরিত হইয়াছিল। প্রত্যেক কাঙ্গালী এক একখানি নূতন বস্ত্র পাইয়া স্বর্গীয় সম্রাটের জয়নাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল।

এই বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও সম্রাটের বিয়োগে শোকপ্রকাশের বিবিধ অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

গত ১৭ ই মে তারিখে স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের দেহ বকিংহ্যাম রাজপ্রাসাদ হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে আনীত হয়।

বকিংহ্যাম রাজপ্রাসাদ হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে সম্রাটের দেহ আনয়নকালে বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল। প্রায় বারো হাজার সশস্ত্র সৈন্য বীর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বকিংহ্যাম ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলের মধ্যবর্ত্তী রাজপথে সুশৃঙ্খলে রক্ষিত হইয়াছিল।

বেলা ১১ টার সময় রাজ্ঞী আলেক্জান্দ্রা রাজপ্রাসাদের পৌরজনগণ এবং রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বকিংহ্যাম প্রাসাদের সিংহাসনকক্ষে স্বর্গীয় সম্রাটের শবাধারপার্শ্বে সমবেত হইলেন। তথায় রাজ্ঞী আলেক্জান্দ্রার অনুরোধে লণ্ডনের বিশপ মহোদয় সম্রাট্ মহোদয়ের আত্মার পারলৌকিক কল্যাণ-কামনায় সংক্ষিপ্তভাবে উপাসনাকার্য্য শেষ করিয়া লইলেন।

অতঃপর শোকার্ত্ত জনযাত্রা বাহির হইল। বেলা ১১টা ৩০ মিনিটের সময় রাজ-রাজেশ্বর সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের দেহ লইয়া রাজ-পরিজন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মিছিলের পুরোভাগে ব্রিটিশ-বাহিনীর অগ্রগণ্য বীরপুরুষগণ গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অসংখ্য-সমরবিজয়ী, বহুদর্শী, প্রবীণ, বীর লর্ড রবার্টস এবং মহাপরাক্রান্ত প্রতিভাবান্ সেনানী লর্ড কিচেনার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই দুই গরীয়ান্ বীরপুরুষ মিছিলের পুরোভাগে থাকিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। ইহাঁদের পশ্চাতে স্বর্গীয় সম্রাটের পার্শ্বচর, অনুচর, পারিষদ্‌বর্গ এবং দেহরক্ষ সৈন্যগণ গমন করিতেছিলেন। ইহাঁদের পশ্চাতে কামানবাহী গাড়ীতে শবাধার বাহিত হইতেছিল। শবাধারমধ্যে সম্রাটের দেহ রক্ষিত হইয়াছিল। শবাধারের উপর পীতবর্ণ আস্তরণ বিন্যস্ত করা হইয়াছিল এবং তদুপরি রাজপতাকা, রাজমুকুট, রাজদণ্ডাদি রাজনিদর্শন ও 'অর্ডার অব গার্টারে'র মর্য্যাদা-সূচক মূল্যবান্ আভরণসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ গোলন্দাজ-বাহিনীর কতিপয় বেগগামী তেজস্বী তুরঙ্গম শবাধারবাহিত যান টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

এই শব-যানের পশ্চাতে রাজপ্রাসাদের পৌরজনবর্গ শোকচিহ্ন-জ্ঞাপক পরিচ্ছদাদিতে ভূষিত হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছিলেন। নূতন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ নৌ-সেনানীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার

পুত্রদ্বয়ও বীরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া পিতার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন। ইহাঁদের পশ্চাতে সম্রাটের আত্মীয়স্বজন, কুটুম্বগণ, বিভিন্ন রাজ্য হইতে সমাগত রাজন্যবর্গ, রাজদরবারের সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট অমাত্যগণ বিভিন্ন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে গমন করিতেছিলেন। মিছিলের শেষভাগে সকলের পশ্চাতে চারিখানি অশ্বযান বাহিত হইতেছিল। যানগুলির দ্বার রুদ্ধ ছিল এবং অশ্বগুলিকে শোক সজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছিল।

যখন এই বিরাট্ শোক-মিছিল 'মারলবরো হাউস অতিক্রম করিতেছিল, তখন স্কচদিগের সুবিখ্যাত শোক-সঙ্গীত "ফ্লাউয়ার অফ দি ফরেষ্ট" গীত হইয়া রাজপথ মুখরিত করিয়াছিল। ইহার পর সেনাদলের বাদ্যকর-সম্প্রদায় সমাধিস্‌সূচক কতিপয় করুণ-গীতের আলাপ করিয়া সকলকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল। যখন মিছিল "হোয়াইট হল" অতিক্রম করিতেছিল, সেই সময় মিছিলের জনগণের মুখে শোকের মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজপথের উভয় পার্শে অসংখ্য নাগরিক সমবেত হইয়াছিল; তাহারা শোকাবনত-মস্তকে সসম্ভ্রমে স্বর্গীয় সম্রাটের দেহ এবং মিছিলের জনগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছিল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় মিছিল ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে উপনীত হইল। তখন শোক-গীতির মর্ম্মন্তুদ উচ্ছাসে চতুর্দ্দিক্ পরিপ্লাবিত হইতেছিল এবং শত শত বাদ্য-যন্ত্রের গুরুগম্ভীর বাদ্যোদ্যমে ও হাইডপার্কে সজ্জিত তোপসমূহের বজ্রনির্ঘোষে সমস্ত ব্রিটিশভূমি প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। পার্লামেণ্ট পার্কের চতুর্দ্দিকে ব্রিটিশ বীরবাহিনী এবং নৌ-বাহিনীর সেনাদল প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পার্লামেণ্ট-প্রাসাদের প্রাঙ্গণভূমে সম্রাটের রক্ষী সৈন্যদল ঊর্দ্ধ-সঙ্গীন-বন্দুক হস্তে বীরদর্পে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম; তাহাদের হস্তস্থিত সঙ্গীনাগ্রভাগে রক্তবর্ণ পতাকা বায়ু-মণ্ডলে আন্দোলিত হইয়া অতি মনোহর দৃশ্যের অবতারণা করিতেছিল।

অতঃপর শববাহী যানের উপরিস্থিত আবরণ-বস্ত্র অপসারিত করিয়া শবাধারবাহী সৈন্যগণ শবাধার উত্তোলন করিয়া হলের মধ্যে লইয়া গেল।

হলের দৃশ্য অতি হৃদয়গ্রাহী ও শোকাবহ হইয়াছিল,—সময়োচিত গাম্ভীর্য্য ও গভীর নিস্তব্ধতার বিকাশ হইয়াছিল। মিছিলের জনগণ ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার হলে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। অতঃপর কাণ্টারবারীর আর্চ্চ বিশপ এবং আর্লমার্শেল সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের নিকট হইতে স্বর্গীয় সম্রাটের দেহ গ্রহণ করিলেন। এই সময় রাজপরিজনগণ স্বর্গীয় সম্রাটের দেহ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শোকাবনত-মস্তকে দণ্ডায়মান হইলেন।

সমবেত যাত্রিগণের মধ্যে রাজ্ঞী আলেক্‌জাণ্ড্রা কেবল বসিবার আসন পাইয়া

ছিলেন। উপাসনাকালে রাজ্ঞী স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কুড়ি মিনিট ধরিয়া উপাসনা চলিল ; তাহার পর একটি মর্ম্মন্তুদ করুণ শোকসঙ্গীত গীত হইল। অতঃপর কাণ্টারবারীর আর্চ্চ বিশপ মহোদয় সাশ্রুলোচনে শোকগদ্গদস্বরে সাম্রাজ্যের কল্যাণকল্পে স্বর্গীয় সম্রাটের যত্নের কথা কীর্ত্তন করিলেন। তখনকার এই দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। রাজপরিজনগণ অতি কষ্টে উচ্ছসিত শোকাবেগ-সংবরণে সমর্থ হইলেন। সমবেত যাত্রিগণ সমবেদনাভরে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনন্তর আর্চ্চ বিশপ মহোদয় স্বর্গীয় সম্রাটের আত্মার পারলৌকিক কল্যাণকল্পে আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারণ করিলেন। তখন রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা নতজানু হইয়া শোকভারাবনতমুখে মনে মনে ভগবানের নিকট স্বামীর আত্মার পারলৌকিক কল্যাণকামনা করিতে লাগিলেন। এই শোকাবহ করুণ-দৃশ্যে সমবেত জনগণ একান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ শোকদীর্ণদেহা রোরুদ্যমানা জননীকে ভূমি হইতে তুলিয়া হলের বাহিরে লইয়া গেলেন। অতঃপর রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা স্বীয় ভগিনীর সহিত শকটারোহণে বকিংহ্যাম প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী, পৌরজনবর্গ এবং রাজদরবারের অমাত্য ও আমন্ত্রিত জনগণ রক্ষিগণ-পরিবৃত হইয়া প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মিছিলের বন্দোবস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। এই বিরাট্ ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই ; কেবল জন-যাত্রার সময় কয়েক জন যাত্রী শোকাতিশয্যে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র।

রাজপরিজনবর্গ স্বর্গীয় সম্রাটের দেহ ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার হলে রক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। সম্রাটের দেহ জনসাধারণকে দেখাইবার জন্য ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারে রক্ষিত হইল। ১৭ই মে তারিখে দেহ দেখিবার জন্য চারিদিক্ হইতে বিপুল জনসমাগম হইতে লাগিল। বিশাল জনপ্রবাহ ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারের সন্নিহিত তিন মাইল পথ পরিব্যাপ্ত করিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারের ফটক রুদ্ধ করা হইল, তখনও প্রায় চারি হাজার লোক সম্রাট্-দেহ দর্শন-প্রত্যাশায় বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া হতাশভাবে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। এই দিন সর্ব্বসমেত প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সম্রাটের দেহ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়াছিল।

১৮ই তারিখে রাত্রি ১১টার সময় স্পেনরাজ অ্যালফান্সো সম্রাটের দেহ দর্শন করেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর রাজদেহ-দর্শনকামী জনগণের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার হল হইতে তক্সহলসেতু পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জনসমুদ্রে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর আকাশে সহসা মেঘের সঞ্চার হইল এবং দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; সমবেত জনগণ তখন শৈত্যাতিশয্যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, কিন্তু তথাচ তাহারা সম্রাটের দেহদর্শনের আশা পরিত্যাগ করিল না। প্রকাশ, এই দিন প্রতি ঘণ্টায় গড়ে আট হাজার লোক রাজদেহ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়াছিল।

রাজদেহ-দর্শনেচ্ছুগণের মধ্যে নানা দেশের নানা জাতীয় লোক বিদ্যমান ছিল। তাহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের নানা স্থানের লোক ত ছিলই, তদ্ভিন্ন আফ্রিকা, তুর্কী ও ভারতবর্ষের প্রবাসী জনগণও ছিলেন।

স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের দেহরক্ষার বন্দোবস্তও অতি সুন্দর হইয়াছিল। জনসাধারণ কর্ত্তৃক রাজদেহ-দর্শনকালে রক্ষীদের প্রধান কর্ম্মচারিগণ রাজদেহ-পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। চারিজন রক্ষীসৈন্য শবাধারের চারিকোণে দাঁড়াইয়া ছিল। চারি জন সশস্ত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজদেহের শিয়রে ও এক জন গুর্খাসৈন্য পাদদেশে দাঁড়াইয়া ছিল।

রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং মুষলধারে এক পসলা বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যা হইতেই রাজপথে জনতা আরম্ভ হইয়াছিল। জলঝড় দেখিয়া অনেকে হাইডপার্কে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল; আসনের ভাড়া অতি কম হইয়াছিল।

প্রত্যুষে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়াছিল, প্রাতঃসূর্য্য আকাশপটে উদিত হইয়া নীল দ্যুতি বিকীরণ করিতেছিল। গত রাত্রের দুর্য্যোগের পর প্রাতঃকালে প্রকৃতির এই শান্ত সৌম্যভাব দেখিয়া সর্ব্বসাধারণ পরম পুলকিত হইয়াছিল। পাঁচ মিনিট অন্তর টেণ ও ট্রাম যাতায়াত করিতেছিল এবং সহস্র সহস্র শকট ও মটর-যানে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা অবিশ্রান্তভাবে যাতায়াত করিয়া সেই বিরাট্ বিপুল জন-সঙ্ঘকে বহন করিতে সক্ষম হয় নাই। অস্ত্রধারী পুলিস-প্রহরিগণ এবং শত শত সৈনিক রাজপথের উভয় পার্শ্বে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া শান্তি রক্ষা করিতেছিল। প্রভাতে সাড়ে ছয়টার সময় রাজপথগুলি জনসঙ্ঘে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শান্তিরক্ষা-ব্যাপারে রাজপথ সমূহে সর্ব্বসমেত চল্লিশ হাজার সশস্ত্র সৈন্য এবং লণ্ডন সহরের প্রায় যাবতীয় সুযোগ্য পুলিস-প্রহরিগণ সমবেত হইয়াছিল।

জর্ম্মান্ সম্রাট্ কৈসর রাজদেহ দর্শন করিবার জন্য সদলবলে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার হলে গমন করিয়াছিলেন। সম্রাটের আনুসঙ্গিগণ হল হইতে বাহিরের বিপুল

জনতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ কৈসর মহোদয়কে সঙ্গে করিয়া ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার হলে—যথায় স্বর্গীয় সম্রাটের দেহ কফিনে আবদ্ধ ছিল—লইয়া যান। তথায় তাঁহারা নতজানু হইয়া উপাসনা করেন। জর্ম্মান্-সম্রাট্ স্বর্গীয় সম্রাটের শবাধারে একটি বহুমূল্য পুষ্পস্তবক অর্পণ করিয়াছিলেন।

২০শে তারিখে বেলা সাড়ে সাতটার সময় সহরের সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায় এবং রবিবারে যে ভাবে ট্রেণ চলাচল করিয়া থাকে, সেই ভাবে ট্রেণ যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ শবাধারের সজ্জার জন্য অর্কিড পুষ্পের একটি সুন্দর ক্রস এবং রাজ্ঞী মেরী শ্বেতপুষ্পের পুষ্পভূষণ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৯শে তারিখে রাত্রিকালে বকিংহ্যাম রাজপ্রাসাদে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ, জর্ম্মান্ সম্রাট্ কৈসর, সাত জন নরপতি এবং পঞ্চাশ জন রাজ-অতিথি একত্র ভোজন করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহারা প্রায় দেড় শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সংবর্দ্ধনা করেন।

২০শে তারিখে উইণ্ডসর চ্যাপেল অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৈদেশিক রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণ মন্দিরে সমবেত হইতে লাগিলেন। নৌ-সৈনিকগণ শবাধার-পূর্ণ কামানের গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও অন্যান্য রাজ-অতিথিগণ পদব্রজে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজ্ঞী আলেক্জান্দ্রাই কেবল শকটারোহণে যাইতে লাগিলেন। তখন মুহুর্ম্মুহুঃ করুণ-শোক-সঙ্গীত গীত হইতেছিল। মিছিলের লোকেরা সেই শোক-সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলিয়া যাইতেছিলেন।

কামানের গাড়ীতে সংন্যস্ত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের দেহ পূর্ব্ববৎ বিবিধ মহার্হ রাজনিদর্শনে ও আস্তরণে ভূষিত করা হইয়াছিল। এই শবযানের পশ্চাতে পশ্চাতে স্বর্গীয় সম্রাটের রক্ষী-সৈন্যদল, অশ্ব ও পতাকাবাহিগণ ধীর-মন্থরভাবে গমন করিতেছিল। তৎপশ্চাতে জমকালো পরিচ্ছদধারী রাজন্যবর্গ গমন করিতেছিলেন। তন্মধ্যে নয় জন মুকুটধারী রাজা, সাতচল্লিশ জন রাজপ্রতিনিধি বা দেশশাসনকর্ত্তা ও যুবরাজগণ ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেক সারিতে তিন তিন জন করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে যাইতেছিলেন। সর্ব্বাগ্রে প্রথম সারিতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ, জর্ম্মান্ সম্রাট্ কৈসর এবং ডিউক অফ কনাট গমন করিতেছিলেন। মিছিলের মধ্যে জাপান, রুসিয়া ও ইটালীর প্রতিনিধিগণের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার হইতে প্যাডিংটন পর্য্যন্ত মিছিলের শোভা অতি মনোরম হইয়াছিল—মিছিলের তৎকালীন অতুলনীয় শোভা বর্ণনাতীত। সেই আড়ম্বর-

পূর্ণ বিরাট্ মিছিল সমবেত যাত্রীদিগকে স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের অনন্য-সাধারণ প্রভাব, প্রতিপত্তি, অতুল অপ্রমেয় ঐশ্বর্য্য এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কাহিনী যেন নীরবে ঘোষণা করিতেছিল।

বেলা ১১ টা ৫০ মিনিটের সময় এই বিরাট্ মিছিল প্যাডিংটন ষ্টেসনে উপনীত হইল। রক্ষী সৈন্যগণ শব-যান হইতে সম্রাটের দেহ-সংন্যস্ত কফিন বাহির করিয়া ট্রেণের একখানি সুসজ্জিত কামরায় লইয়া গেল।

এই বিরাট্ মিছিল দেখিবার জন্য বিলাতের রাজপথ সমূহে বিপুল জনতা বশতঃ সর্ব্বসমেত ৬১০৪ জন লোক জখম হইয়াছে; তন্মধ্যে কুড়ি জন লোকের আঘাত সাংঘাতিক হওয়ায় তাহাদিগকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ, জর্ম্মান্ সম্রাট্ কৈসর এবং ডিউক অফ্ কনাট ফীল্ড মার্শেলের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিলেন। রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদে বহুমূল্য রত্নময় গার্টার শোভা পাইতেছিল। রাজ্ঞী আলেক্জান্দ্রা শোকাতুরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্রাট্ কৈসর স্নেহভরে রাজ্ঞীকে চুম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ধীরে ধীরে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমন্দির সেণ্ট জর্জ্জ চ্যাপেলে স্বর্গীয় সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে সে দিন সেণ্ট জর্জ্জ চ্যাপেলে যে মর্ম্মভেদী দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে।

মন্দিরের বাহিরে রাজকীয় বাদ্যকরদল বিসর্জ্জনের মর্ম্মভেদী বাদ্য বাজাইতেছিল। মিছিলের জনগণ ধীর-পদবিক্ষেপে শোকভারাবনতবদনে মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মন্দিরের মধ্যস্থলে পুষ্পাস্তৃত সুপবিত্র বেদিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজরাজেশ্বরের পবিত্র দেহ সেই বেদিকার উপর রক্ষিত হইল; বেদিকার সম্মুখস্থ মঞ্চ বেড়িয়া সমবেত রাজপুরুষগণ দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহাদের নানা বর্ণের উজ্জ্বল পরিচ্ছদগুলি মন্দিরের রঞ্জিত স্ফাটিক বাতায়নপথে মধ্যাহ্ন-তপনের দীপ্তকিরণে প্রতিফলিত হইয়া ঝলমল করিতেছিল—অতি মনোহর দৃশ্যের অবতারণা করিতেছিল।

সর্ব্বপ্রথমে কাণ্টারবারীর আর্চ্চ বিশপ মহোদয় ধীরপদবিক্ষেপে বেদিকার সম্মুখস্থ কাষ্ঠমঞ্চের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ রাজ্ঞী আলেক্জান্দ্রাকে এবং জর্ম্মান্ সম্রাট্ কৈসর মহারাণী মেরীকে মঞ্চের নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্যান্য রাজন্যবর্গ এবং রাজ-অতিথিগণ ধীরে ধীরে মঞ্চাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন সেই মর্ম্মমন্দির কম্পিত করিয়া সমবেত

কণ্ঠে মর্ম্মভেদী শোক-সঙ্গীত আরম্ভ হইল ; শোকগীতের করুণ উচ্ছ্বাসে সমবেত জনগণের হৃদয় বিগলিত হইল, সকলের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, রাগিণী যেন গাঢ় কৃষ্ণবরণে অঙ্গ আবরিয়া মূর্ত্তিমতী শোকরূপে সেই সমাধিভবনে আবির্ভূতা হইলেন।

শোক সঙ্গীত শেষ হইলে শবাধারের উপরিভাগে সংন্যস্ত ধ্বজপতাকা-মুকুটাদি রাজনিদর্শন সমূহ অপসারিত করা হইল। তাহার পর কাণ্টারবারীর আর্চ্চ বিশপ মহোদয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর শবাধার-সংন্যস্ত রাজরাজেশ্বরের দেহ সমাধিগহ্বরে ধীরে ধীরে অবনমিত হইল। একজন রাজকর্ম্মচারী শবাধারের উপর মৃত্তিকা অর্পণ করিলেন। সমবেত জনগণ এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও প্রকারে ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আর তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না ; মর্ম্মস্পৃক্ শোকাবেগে মহিলাদের হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহারা অবনতমুখে অস্ফুটস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জও এই দৃশ্যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, অবিরল অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডদেশ পরিপ্লাবিত হইল।

আর পতিবিয়োগবিধুরা রাজ্ঞী আলেক্‌জান্দ্রা ?—তিনিও এতক্ষণ অতি কষ্টে শোকসংবরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। রাজ্ঞী নতজানু হইয়া কক্ষতলে উপবেশন করিলেন ; তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমবেত জনগণ ধীর, স্থির, গম্ভীরভাবে ম্লানমুখে অশ্রুপূর্ণলোচনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সকলে রাজরাজেশ্বর সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

উপাসনা শেষ হইলে আর্চ্চ বিশপ মহোদয় শোকাচ্ছন্ন সমাধিভবন প্রকম্পিত করিয়া গদগদস্বরে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন। অতঃপর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মাতার হস্তধারণ করিয়া সমাধির নিকট উপস্থিত হইলেন, অবনতমুখে ইহজন্মের মত শেষবার রাজরাজেশ্বরের শবাধার দেখিয়া লইলেন।

তখনও বাহিরে তালে তালে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছিল ; তখন সেই কৃষ্ণবর্ণভূষিত শোকাচ্ছন্ন ঘোরদর্শন লোকারণ্য যেন গাঢ় শোকান্ধকারের এক মহাসমষ্টিরূপে অনুমিত হইতেছিল।

গত ৬ই মে রাত্রি ১১ টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় প্রজাবর্গের চিরপ্রিয় সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড লোকান্তরিত হইয়াছেন ;—বিপুল-বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে ! সমগ্র জগতে বিষাদের ছায়া,—অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশসাম্রাজ্যে গভীর শোকের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। সুদূর

কন্যাকুমারী হইতে তুষার-মণ্ডিত হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে শোকের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

বৃহস্পতিবার সম্রাটের পীড়ার সংবাদ ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। শনিবার পূর্ব্বাহ্নে সহসা তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। এই আকস্মিক তিরোধান বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের মত অত্যন্ত অতর্কিত—অত্যন্ত শোকাবহ বলিয়া মনে হইতেছে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সম্রাট্ বৃহস্পতিবারও রোগশয্যায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন,—রাজকর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। দুই দিন পরে সহসা তিনি ধরণীর পান্থশালা ত্যাগ করিলেন!

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্"—মৃত্যু নূতন নহে। মহাকাল চির-জাগরূক। অসংখ্য মানব ভোগশেষে কালপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে;—আত্মীয়-বন্ধু ভিন্ন আর কে তাহাদের জন্য অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করে? কিন্তু মৃত্যু যখন মহনীয়চরিত, মনস্বী, মানবহিতৈষী, পরহিতৈষী, মহাপ্রাণ, বা প্রজাবৎসল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাজাকে হরণ করে, তখন সমগ্র পৃথিবী শোকের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। যাঁহারা মহনীয় গুণগ্রামের অধিকারী, যাঁহারা অনন্য-সাধারণ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের তিরোভাবে জনসাধারণ আত্মীয়বিয়োগ-বেদনা অনুভব করে, ইহা স্বাভাবিক। মানব-সাধারণের জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে, মানব তাঁহাদিগকে হৃদয়ের অন্তঃপুরে সদ্ভাবের পবিত্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে; যখন সেই হৃদয়ের রাজা হৃদয়-মন্দির শূন্য করিয়া চলিয়া যান, তখন গভীর শোকে মানবের হৃদয় মথিত করে।

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি ভারত-সাম্রাজ্যের সম্রাট্;—কোহিনূরের ও ময়ূরসিংহাসনের অধিকারী; নীলাম্বুচুম্বিত-চরণা ব্রিটিশ-দ্বীপমালার—অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশসমূহের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি মহর্ষি বাল্মীকির ভাষায় বলিতে পারিতেন,—"যাবদাবর্ত্ততে সূর্য্যস্তাবতী মে বসুন্ধরা।" তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হয় নাই, এ যুগে তাঁহার পুণ্যময়ী জননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভিন্ন পৃথিবীর আর কোনও নরপাল,—আর কোনও সম্রাট্ এমন বিপুল সাম্রাজ্যের, এরূপ অপ্রতিহত প্রভাব ও শক্তির অধিকারী হন নাই। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন দেশের বহু জাতির সুখদুঃখের বিধাতা ছিলেন। এরূপ শক্তিশালী সম্রাটের বিয়োগে সাম্রাজ্যে ও পৃথিবীর মানবসমাজে শোক ও বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের এই অনন্যসাধারণ রাজগৌরব এই পৃথিবী-ব্যাপী গভীর শোকের কারণ নহে। তিনি মহনীয় চরিত্রে, ঔদার্য্যে, মাধুর্য্যে

প্রজাপুঞ্জের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। শান্তিপ্রিয়তায়, মনস্বিতায় ও সৌজন্যে তিনি মানব-সাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ব্যক্তিত্ব'ও অনন্য-সাধারণ ছিল। তিনি প্রতাপশালী সম্রাট্, প্রভাবশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ, পরার্থপর মানব-হিতৈষী।

মানবসাধারণের হৃদয়ের সহিত তাঁহার হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে রাজশ্রীমণ্ডিত সম্রাটের হৃদয়ে এডওয়ার্ডের মত মানব-প্রেম, পরহিতৈষণা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেমের সূত্রে প্রজাপুঞ্জের,—মানবসাধারণের সহিত সংযুক্ত ছিলেন, মহাকালের লীলায় সহসা সেই সংযোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে। তাই আজ তাঁহার বিয়োগে সমগ্র পৃথিবী হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড সমবেদনার উৎস ছিলেন ; সমবেদনাই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বস্ব ছিল। মানবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত ; স্বর্গীয় সমবেদনার মূলমন্ত্রে তাঁহার কর্ম্মজীবন অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই সহানুভূতির প্রেরণায় তিনি জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে মানব-হিতৈষী বিশ্বপ্রেমিকের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। মানবের সুখ, মানব-সমাজের স্বস্তি, পৃথিবীর শান্তি তাঁহার একমাত্র অভীষ্ট ছিল। তাই তাঁহার সম্রাটের কর্ত্তব্যে ও মানবহিতৈষী পুরুষশ্রেষ্ঠের পুণ্য-ব্রতে সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল। স্নিগ্ধ সমবেদনায় তিনি মানবসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহার বিয়োগে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গভীর শোকে উদ্বেলিত হইতেছে।

পৃথিবীবাসী এক জন সহৃদয় নরপাল হারাইয়া সমবেদনায় বিধুর হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী সম্রাট্ হারাইয়াছে, সহৃদয়তা ও সহানুভূতির প্রতিমূর্ত্তি ভারত-বৎসল মিত্রে বঞ্চিত হইয়াছে। আমরা—ভারতবাসী তাঁহার ত্রিদিব-দুর্ল্লভ সমবেদনার অমৃতফল ভোগ করিয়াছি। সে ঋণ পরিশোধ করিবার নহে। আমরা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে চিত্রে ও মুদ্রায় দর্শন করিয়াছি। ভারতেশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে দর্শন দিয়া ধন্য করিয়াছিলেন। ভারত ও ভারতবাসীর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। সেই পরিচয়সূত্রে তিনি ভারতবাসীর প্রতি স্নেহশালী হইয়াছিলেন—যুবরাজ—এখন আমাদের রাজাধিরাজ পঞ্চম জর্জ্জকে—ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ এডওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত রাজ্যান্ত-কালেও আমরা তাঁহার সমবেদনার পরিচয় পাইয়াছি।

যুবরাজ-রূপে যখন তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন আমরা তাঁহার সমবেদনা ও ন্যায়পরতার পরিচয় পাইয়াছিলাম। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটনের সেই ভারতবিশ্রুত ফুলার মিনিট যুবরাজের ইঙ্গিতেই প্রচারিত হইয়াছিল। আগ্রার

ইংরেজ উকীল ফ্লার তাঁহার সহিসকে পদাঘাত করিয়াছিলেন। সহিস পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছিল। বিচারে ফ্লার ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। লর্ড লিটন মিনিট লিখিয়া এইরূপ কাপুরুষোচিত আক্রমণের নিন্দা করিয়াছিলেন,— এইরূপ অপরাধে গুরুতর শাস্তিবিধান করিতে বলিয়াছিলেন।

রাজ্যাভিষেকের উৎসবকালেও সম্রাট্ ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে বিস্মৃত হন নাই। স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'প্রোক্লামেশনে'র স্মরণোৎসবকালে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড ভারতবাসী প্রজাবর্গকে নূতন আশ্বাসে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। —সেই ঘোষণায় ভারতে শাসন-সংস্কারের আভাস সূচিত হইয়াছিল, ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে; সম্রাট্ সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন,—সংস্কারের ফলে রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে না; বরং উপচয় লাভ করিবে,— এই সংস্কারের প্রভাবে ভারতবর্ষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি,—স্বর্গীয় সম্রাটের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হউক। আশা করি, তাঁহার প্রসাদে ভারতবর্ষ যে অধিকার লাভ করিয়াছে, কালে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে; ভারতবাসীর উন্নতির ইতিহাসে সম্রাট্ এডওয়ার্ডের নাম উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

সম্রাট্ এডওয়ার্ড কালের সহিত অগ্রসর হইতে শিখিয়াছিলেন। লোকমতে তাঁহার অরুচি ছিল না। তাই তিনি প্রজার শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়াছিলেন।

সকল সদনুষ্ঠানেই তাহার অনুরাগ ছিল। দীন-দুঃখীর দুঃখ-মোচন, নিরন্নের জীবিকাবিধান ও অন্নসংস্থানে তাঁহার অনুরাগ ছিল। প্রজার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি বহু সদনুষ্ঠানের সহায় ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। হাঁসপাতালের উন্নতিবিধানের জন্য, ক্রূর রোগের চিকিৎসার আবিষ্কার ও দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত দীন-দুঃখীর সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার নেতৃত্বে ও ইঙ্গিতে বহু সদনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল। তিনি কৃষি ও পশুপালনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার কৃষিক্ষেত্র ও পশু-পাল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজনীতির জটিল সমস্যা হইতে দরিদ্র প্রজার অন্নসংস্থান পর্যান্ত কোনও বিষয়েই তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না। প্রজার হিতকল্পে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ইউরোপের কুটিল রাজনীতির কূটচক্র তিনি সহৃদয়তা ও সামাজিকতার মোহন মন্ত্রে অনায়াসে ভেদ করিতেন। ইউরোপের দৃপ্ত রাজন্য-সমাজ ও রাজনৈতিক-সমাজে তিনি অসাধারণ প্রতিষ্ঠা—অকৃত্রিম শ্রদ্ধার অধিকারী

হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ইউরোপ কুরুক্ষেত্রে পরিণত ও নরশোণিতে রঞ্জিত হয় নাই। তিনি বিচক্ষণ রাজনীতিক ও সহৃদয় শান্তিপিপাসুর মত ইউরোপের পর-রাষ্ট্রনীতির দাবানলে শান্তির অমৃত সেচন করিয়াছিলেন। সমগ্র সভ্য-জগৎ এই শান্তিপ্রিয় সম্রাটের নিকট চির-ঋণী, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে হরণ করিল। কর্ম্মশেষে তিনি কর্ম্মোচিতধামে গমন করিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন; পিতৃবিয়োগাবধুর নূতন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ, শোকসন্তপ্তা মহারাণী আলেক্‌জান্দ্রা ও শোকার্ত্ত রাজপরিবারকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী,—শান্তিপ্রিয় মহোদয় সম্রাটের আদর্শ জগতে উন্নত হইয়া থাকুক।

কবি বলিয়াছেন,—

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং,
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।"

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড অস্তমিত,—সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ নবগৌরবে সমুদিত!—"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ।" নূতন সম্রাট্ স্বর্গীয় পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। দুঃসময়ে, রাজনীতিক-যুগসন্ধির সংঘর্ষকালে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে শক্তি ও সাফল্য দান করুন। ভারত-পরিদর্শনের পর স্বদেশে ফিরিয়া তিনি ভারতবাসীর প্রতি যে প্রীতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—তাহার স্মরণে আমরা নূতন আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। আজ সমগ্র ভারতবাসী এককণ্ঠে তাহার মঙ্গলকামনা করিতেছে।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জ।

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড লোকান্তরগমনের পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র 'পঞ্চম জর্জ্জ' উপাধিধারণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাট্ হইয়াছেন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পিতামহ ছিলেন, তদীয় পুত্র চতুর্থ জর্জ্জ কিছু দিন রাজত্ব করেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ছিলেন, সুতরাং তদীয় ভ্রাতা চতুর্থ উইলিয়ম্ রাজা হন ; তিনিও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক-যাত্রা করেন। তিনি কুইন্ ভিক্টোরিয়ার পিতৃব্য। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অফ্ কেণ্ট রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পিতা। অগ্রে তাঁহার মৃত্যু হয়। তজ্জন্য চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর পর রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী হইয়াছিলেন। চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্বের ৮০ বৎসর পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র পঞ্চম জর্জ্জ অভিধান ধারণ করিলেন।

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স আল্‌বার্ট ভিক্টর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, ভারত হইতে স্বদেশে প্রতিগমনের অত্যল্প দিন পরে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয় ; সুতরাং রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স জর্জ্জ ফ্রেডারিক আর্ণেষ্ট আল্‌বার্ট (প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্) হইয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

এই স্থলে জ্যোতিষশাস্ত্রের মহিমার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ আবশ্যক। প্রিন্স আল্‌বার্ট ভিক্টর ও প্রিন্স জর্জ্জের ভাগ্য-গণনার নিমিত্ত ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ আহূত হন। তাঁহার নাম জ্যাড্‌কিল। বিলাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সীমা নাই। অনেকেই তাঁহার গণনার প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিয়াছেন। ঐ দুই রাজকুমারের ভাগ্যফল গণনা করিয়া পণ্ডিতবর জ্যাড্‌কিল বলিয়াছিলেন, "আলবার্ট ভিক্টরের গ্রহ সুপ্রসন্ন নহে, সিংহাসনারোহণের কাল পর্য্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন না ; দ্বিতীয় কুমার জর্জ্জ আলবার্টের গ্রহ সুপ্রসন্ন ; উপযুক্ত সময়ে ইনি পঞ্চম জর্জ্জ উপাধি ধারণ করিয়া পৈতৃক-সিংহাসনে আরোহণ করিবেন।" জ্যোতির্ব্বিদ্ জ্যাড্‌কিলের ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হইল। বর্ত্তমান সম্রাটের জ্যেষ্ঠ সহোদর পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব দ্বিতীয় পুত্র রাজা হইলেন।



নূতন রাজা পঞ্চম জর্জ্জ।

রাজকুমার জর্জ্জ বাল্যে নাবিকের কার্য্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, জ্যেষ্ঠ সহোদরের অকাল-বিয়োগে তাঁহাকে রাজকীয় কার্য্য-শিক্ষায় মনোযোগী হইতে হইল। সামুদ্রিক-ব্যাপারে তাঁহার আর লিপ্ত থাকিবার অবসর হইল না। তাঁহার পিতা যেমন মাতা-পিতার নিকটে অনেক বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপে জনক-জননীর নিকটে সুশিক্ষা লাভ করিয়া বহু রাজনীতিক সমস্যার সহিত পরিচিত ও নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।



নূতন রাণী মেরী।

ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বহুদিন ভারতবাসী রাজদর্শনে বঞ্চিত ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অফ্ এডিন্‌বরা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে একবার ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তৎপরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ভারতবর্ষ দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, রাজকুমার জর্জ্জ (বর্ত্তমান নরপতি) ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ভারতের অধিবাসীরা তাঁহাকে

দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল - পরমানন্দে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। বিপুল সাম্রাজ্যে মহোৎসবের সংখ্যা ছিল না। রাজভক্তি-প্রদর্শনে ভারতবাসী কিরূপ অভ্যস্ত, যুবরাজ তাহা উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া গিয়াছেন। রাজা স্বচক্ষে স্বরাজ্য ও রাজ্যবাসী প্রজাগণের অবস্থা দর্শন করিলে, এবং প্রজাগণ রাজদর্শন পাইলে, উভয় পক্ষের কতদূর উপকার হয়, রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর স্নেহভক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, এ সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র বিসংবাদ নাই। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-প্রভাবে রাজ্যশাসনকালে ভারতের মঙ্গলসাধনে সমধিক যত্ন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জও সেইরূপ অভিজ্ঞতার ফলে প্রজার মঙ্গলে সেইরূপ যত্নবান্ হইবেন, সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা এইরূপ আশা করিতেছি।

প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ হইয়া যুবরাজ এডওয়ার্ড যেমন নানা দেশ-পরিভ্রমণে সুখানুভব করিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টান্তে প্রিন্স জর্জ্জও নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার পিতা আমেরিকাভ্রমণকালে স্বাধীনতাপ্রতিষ্ঠাতা জর্জ্জ ওয়াসিংটনের সমাধিস্তম্ভের নিকটে একটি বাদামগাছ রোপণ করিয়া আসিয়াছিলেন, স্বাধীনতার প্রতি সমাদর ও সম্মানপ্রদর্শনই বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্য, তাহা বোধ করি, কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই। বর্ত্তমান নরপতি পঞ্চম জর্জ্জ পিতৃ-দৃষ্টান্তে স্বাধীনতার সমাদর করিবেন তাঁহার প্রজাগণ অবশ্যই সে আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজকুমারী মেরীর সহিত প্রিন্স জর্জ্জের শুভ-পরিণয় হইয়াছে। রাজকুমারীর সহিত প্রিন্সের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলবার্ট ভিক্টরের বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অকাল-বিয়োগের পর প্রিন্স জর্জ্জ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্রাট্‌দম্পতি বিবাহের ফলে পাঁচটি রাজকুমার ও একটি রাজকুমারী লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স এডওয়ার্ড এক্ষণে ইংলণ্ডের প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় রাজা পঞ্চম জর্জ্জ উদারভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পিতা ও পিতামহীর আদর্শে সাধারণ প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনে তিনি নিয়ত যত্নবান্ থাকিবেন, ইহজীবনে সেই পুণ্যব্রতপালনে কখনও বিচলিত হইবেন না। ব্রতপূরণের কামনায় তিনি জগদীশ্বরের কৃপা, রাজমন্ত্রিগণের সৎপরামর্শ ও সহধর্ম্মিণী রাজমহিষীর সহায়তালাভে প্রত্যাশা করিয়াছেন। মহিষী মেরীও সর্ব্বগুণে গুণবতী, রাজকার্য্যপরিচালনে তিনি স্বামীর উপযুক্ত সহকারিণী হইতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সিংহাসনে একটি ভাগ্যবতী মহিলা মেরী নাম ধারণ করিয়া রাণী হইয়াছিলেন, এক্ষণে

পুনরায় আর এক গুণবতী ভাগ্যবতী মেরী ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনের অর্দ্ধ-ভাগিনী হইলেন।

ভারত-ভ্রমণের পর বর্ত্তমান নরপতি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া তথাকার গিল্‌ড হল্ নামক সভামন্দিরে যে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতার শেষভাগে উল্লেখ আছে, ভারতবর্ষের দৃশ্য যেমন সুন্দর, ভারতবাসীর প্রকৃতি ও রাজভক্তিও তদ্রূপ প্রশংসনীয়। ভারতের রাজপুরুষেরা যদি আরও অধিকতর সরলভাবে ভারতবাসিগণের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, অকপট-হৃদয়ে সম্ভাষণ করিয়া তাহাদিগের সহিত যদি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যত্নবান্ হন, তাহা হইলে আমাদের ভারত-শাসনে অবশ্যই আশানুরূপ মঙ্গল-ফল ফলিবে, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। পরিণামদর্শী নরপতির উপযুক্ত বাক্যই এই-গুলি। আমরা আশা করি, কোটি কোটি প্রজার ধন-প্রাণ নিরাপদে রক্ষা করিবার গুরুতর ভার মস্তকে ধারণ করিয়া সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার ঐ মহার্থ উক্তিগুলি সার্থক করিবার প্রয়াস পাইবেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, রাজ-মহিষী মেরীও পুত্রকন্যাগুলির সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুচারুরূপে রাজ-কার্য্য-নির্ব্বাহে স্বামীর সহায়তা করিতে থাকুন। জগতের বহুদূর-বিস্তৃত রাজ্য-খণ্ড ইংলণ্ডেশ্বরের অধিকারভুক্ত, এই বিস্তৃত রাজ্যের প্রজাগণ সুখে থাকিলে ইংলণ্ডের রাজপরিবারও ঈশ্বরের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করি-বেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জ অভিমানশূন্য ও নিরহঙ্কার। বাল্যাবস্থায় তিনি যখন সমর কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য সমুদ্রপথে অর্ণবযানে নাবিকের কার্য্যে শিক্ষানবীস ছিলেন, তৎকালে পালবস্ত্র নিক্ষেপ, উত্তোলন, রজ্জু আকর্ষণ ও ক্যাবিন পরি-ষ্কার ইত্যাদি সামান্য সামান্য কার্য্য করিতেও লজ্জা অথবা কষ্ট বোধ করিতেন না; অপরাপর নাবিকগণের সহিত সখার ন্যায় মিশিতেন, আলাপ করিতেন; তিনি রাজপুত্র, সে অভিমান আসলেই রাখিতেন না; নাবিকেরা যদি তাঁহাকে রাজগৌরবসূচক সম্ভ্রমে সম্বোধন করিত, তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন। রাজ-মহিষী মেরীর প্রকৃতিও অত্যন্ত উদার। তিনি ইংলণ্ডের রাজকুলবধূ, কিন্তু গৌরব-প্রদর্শনে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি সকলের সহিত সমভাবে সরল ও সাদর সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। সাংসারিক কার্য্যে,—এমন কি, রন্ধনকার্য্যেও তিনি বিলক্ষণ পটু।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জের শৈশব অবস্থার সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদত্ত হইতেছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে মারলবরো হাউসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের বয়স তখন ১ বৎসর মাত্র। রেভারেণ্ড জন্ পিল্ ড্যাল্টন সাহেব

তাঁহাদের শিক্ষক নিযুক্ত হন। উভয় সহোদরই এক প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ব্রিটানিয়া জাহাজে তাঁহারা রণতরীর কার্য্যশিক্ষার্থ প্রেরিত হন এবং আবশ্যকমত শিক্ষা লাভ করেন। উভয় সহোদরে সবিশেষ সদ্ভাব ছিল, কখনও তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইতেন না—পরস্পর পৃথক্ থাকিতেন না। জাহাজের সমস্ত লোকের সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল। দুই বৎসর পরে পোত-সংক্রান্ত শিক্ষাসম্বন্ধে পরীক্ষা গৃহীত হয়; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন।

প্রিন্স জর্জ্জ ইংলণ্ডের রাজা হইবেন, ইহা তখন কেহই জানিত না। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর, সেই সময় বিধিলিপি পরিস্ফুট হয়। সেই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর আলবার্ট ভিক্টরের মৃত্যু ঘটিল। রাজকুমার জর্জ্জ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ উপাধি গ্রহণ করিলেন। জগতে প্রচারিত হইল,—তিনিই ইংলণ্ডের ভাবী অধীশ্বর, ভারতের ভাবী ভাগ্যবিধাতা। যখন রাজা হইবার কোন সম্ভবনা ছিল না, তখনও তিনি রাজ্যের উন্নতিকল্পে সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন।

উভয় সহোদরে মাণিকজোড়ের ন্যায় সর্ব্বদা বাস করিতেন। একত্র ক্রীড়া, একত্র অধ্যয়ন, একত্র ভোজন, একত্র ভ্রমণ এবং একত্র শয়ন তাঁহাদের পরম প্রীতিকর ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বেকাণ্টি পোতে আরোহণ করিয়া দেশভ্রমণে যাত্রা করেন। জিব্রাল্টার, মিনোরিয়া, পেলারমো, মেসিনা, মেদিরা, কেনারিদ্বীপ, বার্বেডো, ত্রিনিদাদ্দ, গ্রিনেড, সেণ্ট ভিন্সেণ্ট, জামেকা এবং পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে তাঁহারা পোর্টমাউথ্ বন্দরে প্রত্যাবৃত্ত হন।

তদনন্তর দুই মাস কাল রাজকুমারেরা তীরভূমিতে নির্দ্দিষ্ট নিকেতনে বাস করিয়াছিলেন, তৎপরে ১৯শে জুলাই তারিখে তাঁহারা বেণ্টি উপসাগরে যাত্রা করেন; ১২ই আগষ্ট হইতেও সপ্তাহকাল তাঁহারা ভূমণ্ডলের অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করেন। কেরল নামক স্থান হইতে ভিগো, মেদিরা এবং ভার্ডি দ্বীপ-পুঞ্জ পরিদর্শন করা হয়। তথা হইতে দক্ষিণ আমেরিকা পার হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপে আগমন করেন; দক্ষিণ আফ্রিকার সাগর-সলিলে তাঁহাদের কয়েক সপ্তাহ অবস্থিতি হয়, তথা হইতে বাকাণ্টি জাহাজ অষ্ট্রেলিয়ার বন্দর সমূহে, ফিজিতে এবং জাপানে গমন করেন। রাজকুমারেরা তথায় মহা সমাদরে অভ্য-র্থিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহারা সাংহাই, হংকং, সিঙ্গাপুর ও কলম্বো দর্শন করিয়া আইসেন; ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহারা ইংলণ্ডে আসিয়া পৌছেন। তাঁহারা যে সকল স্থানে গমন করিয়া

ছিলেন. তত্রত্যস্থলের কোন প্রকার দর্শনীয় পদার্থ দর্শন করিতে বাকি রাখেন নাই। এই স্থানে বলা উচিত, সমুদ্র-ভ্রমণের আমোদে তাঁহারা অবিচ্ছেদে নিমগ্ন ছিলেন না, অধ্যাপক ড্যাল্টন্ তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন, জাহাজে তাঁহাদের অধ্যয়নের বিরাম ছিল না, আলস্য অথবা ঔদাস্য তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারে নাই।

রাজকুমার জর্জ্জ পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, সুতরাং তিনি কেবল অর্ণবপোতে নাবিকের কার্য্যে আনন্দানুভব করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ হইয়াছিল। উভয় সহোদরের বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ তারতম্য ছিল না, অথচ যিনি যে বিষয়ে সংসারপথে বিচরণ করিবেন, সময় অনুসারে পদানুসারে সেই বিষয়েই তাঁহাকে লিপ্ত থাকিতে হইবে, একজন আর্চ্চ বিশপ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে প্রিন্স জর্জ্জ কানাডো জাহাজে সব্ লেপ্টেনাণ্টপদে প্রতিষ্ঠিত হন ; গ্রিনউইচের রয়েল নেভাল কলেজে এবং অপরাপর বিদ্যালয়ে তিনি নৌবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবরের রাজকীয় গেজেটে তাঁহার লেপ্টেনেণ্টপদপ্রাপ্তি বিঘোষিত হয়। সেই কার্য্যে তিনি যেরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান লোকেরা তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন। এড্‌মিরাল্ সার ফ্রেডারিক বেড-ফোল্ড এই সময়ের একটি গল্প বলিয়াছিলেন। সামান্য সামান্য নাবিকেরা ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে যে প্রকার কার্য্য করে, রাজপুত্র হইয়াও প্রিন্স জর্জ্জ সেইরূপ সামান্য সামান্য কার্য্য করিতেন। সালোনিকা বন্দরের উত্তরাংশে তাঁহার জাহাজ-খানি যখন নঙ্গর করা ছিল, সেই সময় তুর্কীর একজন পাসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, জাহাজে তখন কয়লা বোঝাই হইতেছিল, রাজকুমার যখন পাসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলেন, তখন কয়লার গুঁড়ায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন,—রাজপুত্র সম্পূর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ। তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া পাসা প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। যখন শুনিলেন, তিনিই ইংলণ্ডের রাজকুমার, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সার ফ্রেডারিক লিখিয়া গিয়াছেন, "পাসার মুখের তদানীন্তন বিস্মিত ভাব তিনি এ জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।"

যুবরাজ জর্জ্জ নাবিকের কার্য্যে বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর আলবার্ট ভিক্টরের অকাল-মৃত্যু ঘটিল। প্রিন্স জর্জ্জ সেই সময় প্রিন্স অফ ওয়েলস্ হইলেন ; বর্ত্তমান ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে রজনীতে পিতৃবিয়োগ ; ৭ই মে শনিবার প্রাতঃকালে তিনি ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি. তিনি এখন ইংল-

ণ্ডের রাজা, ভারতবর্ষের সম্রাট্। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। প্রজা-পালনে সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়া তিনি পরমসুখে রাজ্যভোগ করিতে থাকুন। কন্যা-কুমারী হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতের সমগ্র অধিবাসী তাঁহাকে আশী-র্ব্বাদ করিতেছে—

"রাজা চিরং জীবতু।"

সম্পূর্ণ।



মাসে মাসে এক একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস।

বাঙ্গালা সাহিত্যস্তবকে স্বর্গীয় সৌরভের অভাব মোচনার্থ

সচিত্র নন্দন-কাননের

পুষ্পসম্ভারের বিরাট আয়োজন !

নন্দন-কানন কি ?

আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে দিন দিন যে নব নব ভাব, নব নব প্রতিভা, নব নব বুদ্ধি-চাতুর্য্যের প্রভাব সাহিত্য-জগতে প্রকাশিত হইতেছে, সেই ভাব, সেই প্রতিভা, সেই অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টির মহিমায় মহিমান্বিত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আদরের সুন্দর সুন্দর প্রেমের উপন্যাস, অত্যদ্ভুত কৌশলপূর্ণ হৃদয়স্তম্ভনকারী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানাবিধ ভৌগোলিক দৃশ্যপূর্ণ, ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ, বিস্ময়কর উপন্যাস এই নন্দন-কানন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি মাসের প্রত্যেক পুস্তক নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন ঢঙ্গ, নূতন নূতন রহস্যমালা, নূতন নূতন সুরঞ্জিত চিত্রাবলী পরিশোভিত প্রায় ৩০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পুস্তকই ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক দৃশ্যসমন্বিত নানা দেশের প্রেমের, বিরহের ২।৩ খানি তিনরংয়ের হাফটোন চিত্রসম্বলিত।

যে সমস্ত সুলেখকগণের লিপিকৌশলে প্রত্যেক বঙ্গবাসী মুগ্ধ, সেই সকল প্রথিতনামা লেখকগণ আমাদের নন্দন-কাননের নিয়মিত লেখক।

যাহাতে বঙ্গের প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকা অসার কুরুচিপূর্ণ বটতলার অপাঠ্য পুস্তক না পড়িয়া, শিক্ষাপূর্ণ এই নন্দন-কানন-রত্নমালিকা গৃহে গৃহে রাখিতে পারেন, সেই জন্য আমরা ইহার বার্ষিক মূল্য ৬৲ ছয় টাকা ধার্য্য করিয়াছি। তাহাও আমরা অগ্রিম চাহি না। আমরা প্রতি মাসে পুস্তক পাঠাইয়া কেবলমাত্র ৷৷০ আট আনা লইব। প্যাকিং; ভিঃ পিঃ কিছুই গ্রাহককে দিতে হইবে না। কেবল একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন।

আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক ধনী, প্রত্যেক গৃহস্থ, নিজ নিজ পরিবারস্থ মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে নানাবিধ ভাবে সুশিক্ষিত করিবার জন্য সুলভের সুলভ সচিত্র নন্দন-কানন-সিরিশ প্রতিমাসে ৷৷০ আট আনায় লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কাগজ, মুদ্রাঙ্কণ, আবরণ যতদূর সম্ভব বিলাতীর ন্যায় মনোহর।

এ পর্য্যন্ত নন্দন-কাননে কি কি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে দেখুন, সমস্ত উপন্যাসই চিত্রপূর্ণ, চিত্রের সহিত চরিত্রের সম্মিলন, অতি সুন্দর আবরণ মণ্ডিত, ছাপা ও কাগজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

১। **কালরাত্রি**—রজনীর অন্ধকারে ভীষণ খুন! ভীষণ হত্যারহস্য, ডিটেক্‌টিভের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ চেষ্টা! মূল্য ৷৷০ আনা।

২। **রূপসী কলঙ্কিনী**—ক্লোরোফর্ম্ম দিয়া মনুষ্য হত্যা! অর্থলোভে মানুষের পৈশাচিকতা! প্রত্যক্ষ নরকের চিত্র! মূল্য ৷৵০ আনা।

৩। **ছায়া গোয়েন্দা**—গুপ্ত পুলিশের অদ্ভুত অনুসরণ! সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া সুদক্ষ গোয়েন্দার অনুসন্ধানের ফলে আসামী গ্রেপ্তার। মূল্য ৷৷০ আনা।

নন্দনকাননের নবপুষ্প চিত্রে পুষ্পস্তবক সাদরে গ্রহণ করুন।

বসুমতী পুস্তকবিভাগ, ১১৫।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মাসে মাসে এক একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস।

৪। **রহস্য যবনিকা**—অনঙ্কুশ পাশ্চাত্য সম্মোহন তত্ত্ব। চরিত্রবান্ ধার্ম্মিক যুবক এক রাক্ষসসদৃশ নারকীর হস্তের ক্রীড়নক! বিশ্বাসঘাতক কপট বন্ধুর বন্ধুত্ব! মূল্য ৸৹ আনা।

৫। **তস্কর রহস্য**—চাকর চোর! মনিব চোর! সিঁদেল চোর! ছিঁচকে চোর! চোরে চোরে লুকোচুরি কৌতুক! মূল্য ॥৹ আনা।

৬। **জাপান রহস্য**—রাষ্ট্রবিপ্লবের নূতন উপন্যাস! হৃদয়কম্পন রক্তগঙ্গার কাহিনী! স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি প্রেম ও রাজভক্তি প্রণোদিত জাপানী কর্ত্তৃক নিজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যার বলিদান! অলৌকিক আত্মত্যাগ! মূল্য ৸৹ আনা।

৭। **ভণ্ড পাদরী**—খ্রীষ্ট সম্প্রদায়স্থ বকধার্ম্মিক পাদরী পুঙ্গব কর্ত্তৃক ইউরোপখণ্ডে একটী স্বাধীন রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা! শেষে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পতন। একটী ঐতিহাসিক সত্যঘটনাসম্বলিত উপন্যাস। মূল্য ৸৹ আনা।

৮। **তিন তাড়া**—ত্রিমূর্ত্তিতে তিন ডিটেক্টিভ! উপন্যাসখানি যেমন আকারে বৃহৎ, তেমনি পাঠেচ্ছাবর্দ্ধক, তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক, এবং তেমনি বিস্ময়রসপূর্ণ। মূল্য ৸৹ আনা।

৯। **গৈবীখুন**—পুলিশ-গোয়েন্দা ও সখের গোয়েন্দার—গোয়েন্দায় গোয়েন্দায় গোয়েন্দাগিরির যুদ্ধ! শেষে সখের গোয়েন্দার জিত। পাঠে আপনারও আহার নিদ্রা ত্যাগ। মূল্য ॥৹ আনা।

১০। **মেয়ে বোম্বেটে**—প্রতিভাশালিনী মেয়ে বোম্বেটের কীর্ত্তি। যুদ্ধ জাহাজের কৌশল, সমুদ্রবক্ষে জাহাজে জাহাজে যুদ্ধ, প্রাচ্য ভূখণ্ডের জন্য মেয়ে বোম্বেটের আত্মত্যাগ! মূল্য ॥৹ আনা।

১১। **সোনার খনি**—হত্যার অভিনব প্রণালী! বড় বড় ডাক্তার কর্ত্তৃক হতব্যক্তি হার্টফেলে মৃত্যু বলিয়া প্রমাণিত সুতরাং হত্যাকারী নিশ্চিন্তে সর্ব্ব সম্প্রদায়ে বিচরণ! আটলাণ্টিক বক্ষে নিমজ্জিত শৈলাঘাতে নিমগ্নমান জাহাজ তাহার আরোহী ও নাবিকগণের শোচনীয় মৃত্যু! মূল্য ॥৹ আনা।

১২। **যখের ধন**—সুবিপুল লুক্কায়িত অর্থলাভের জন্য অদম্য অধ্যবসায়! মৃত্যুভয় উপেক্ষা! শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম বনমধ্যস্থ যখ-রক্ষিত প্রেত-রক্ষিত ধনরাশির লোভে মৃত্যু-আলিঙ্গন। মূল্য ॥৹ আনা।

এই বারখানি বার মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, একত্রে সমস্ত পুস্তক লইলে ৬৲ ছয় টাকা পড়িবে। ডাকমাশুল লাগিবে না।

নন্দন-কাননের ১৩শ সিরিস—"রাজনৈতিক ষড়্‌যন্ত্র" (যন্ত্রস্থ)।

এই বারখানি উপন্যাস একত্রে সডাক কেবল ৬৲ ছয় টাকা মাত্র।

পাখী ৬৯। কুকুর ও কাক ৭০। সপ্তশিরা রাক্ষসী ৭১। হীরার হার ৭২। দরিয়া-বাজ ছাগল ৭৩। কৃষ্ণ কামিনী ৭৪। দ্বাদশ শিকারী ৭৫। গুরুর চেয়ে শিষ্য দড় ৭৬। যক্ষী বুড়ী ৭৭। অবাক্ বীর ৭৮। শৃগাল ধূর্ত্ত ৭৯। বাক্সিদ্ধ রাজকুমার ৮০। মা ভগবতী ৮১। পোড়া পাখী ৮২। নির্ব্বোধের পুরস্কার ৮৭। ধনুকধারী শিকারী ৮৮। পরীর খেয়াল ৮৯। বিশ মুনে আর বাইশ মুনে ৯০। নীল আলো ৯১। তিন হকিম ৯২। তিন শিক্ষানবিশ ৯৩। নির্ভয় কুমার ৯৪। বেদের মেয়ে ৯৫। সোনার বিবি ৯৬। তিন সোনার আতা ৯৭। স্বর্গের নর্ত্তকী ৯৮। যেমন মা তেমনি ছা, ৯৯। গাধা রাজপুত্র ১০০। কাঁদুনে মেয়ে।

যদি হৃদয়ে এ শতসুন্দরী ধারণের ইচ্ছা থাকে, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া পত্র লিখুন ভ্যালুপেবলে পাইবেন। মূল্য ৬০ বার আনামাত্র।

ইংরাজী শিখিবার ও কহিবার একমাত্র পুস্তক

রাজভাষা।

দুই লক্ষের উপর বিক্রয় হইয়াছে।

বিশুদ্ধরূপে ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারিবেন।

ষোড়শ সংস্করণ নূতন নূতন বিষয় সংযোগে পরিবর্দ্ধিত।

১০ জন এম, এ, বি, এ, অধ্যাপক দ্বারা রাজভাষা লিখিত।

যাঁহারা কিছুমাত্র ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা রাজভাষা পাঠে নিজে নিজে ইংরাজী শিখিবেন।

রাজভাষা—ছাত্র, শিক্ষক সাধারণের দেখিবার ও পাঠ করিবার পুস্তক। অভিধানের ন্যায় সর্ব্বদা পাঠ্য। যাহারা ইংরাজী জানেন, রাজভাষা পাঠে তাঁহাদেরও বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হইবে।

এবার ষোড়শ সংস্করণে নব নব বিষয়ের সংযোজন করা হইল। যে যে অংশ অসম্পূর্ণ ছিল, তাহাও বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইল।

প্রথম খণ্ডে—অক্ষর পরিচয় হইতে বানান শিক্ষা, উচ্চারণ শিক্ষা, বর্ণযোজনা শিক্ষা, ব্যাকরণ শিক্ষা।

দ্বিতীয় খণ্ডে—ফ্রেজ, ইডিয়ম, ইংরাজী অনুবাদপ্রণালী, বাঙ্গালার প্রত্যেক কথার উচ্চারণসহ ইংরাজী কথা, আমরা যে যে কথা ব্যবহার করি, সমস্ত কথাই ইংরাজীতে বাঙ্গালায় উচ্চারণ সহ লিখিত এবং অভিধানের ন্যায় বৃহৎ ওয়ার্ড-বুক।

তৃতীয় খণ্ডে—ইংরাজী রচনা প্রণালী, ইংরাজী পত্র লিখিবার ও শিরো-

নামা'প্রভৃতি লিখিতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত কথা সমূহের একত্র সমাবেশ, ইংরাজী সাঙ্কেতিক কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা, ইংরাজী লিখিতে ও কহিতে যাহাতে ভুল না হয়, তাহার উপায় এবং নানাবিধ হস্তাক্ষরের আদর্শ।

পরিশিষ্টে—বিবিধ নব নব জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে।

রাজভাষা-সম্বন্ধে অভিমত।

যাঁহাদের কথায় শিক্ষাবিভাগ চলিতেছে, সেই সমস্ত দেশের গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ভারতের সুসন্তানগণ রাজভাষা সম্বন্ধে উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে দুইখানি মাত্র পত্রের অনুলিপি প্রকাশ করিলাম।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিনিধি, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজভাষা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"আমি রাজভাষাখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, প্রথম ইংরাজী শিক্ষার্থি-দিগের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। যাঁহারা এই পুস্তক মনো-যোগের সহিত সযত্নে পাঠ করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই যে রাজভাষায়—ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন, এতদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের লাইব্রেরিয়ান্, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ উপাধিধারী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, মহাশয় রাজভাষা পাঠ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনুন,—

"মহাশয়, আপনার প্রণীত রাজভাষা গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। যাহারা বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে ইংরাজী ব্যাকরণে জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ইংরাজী ব্যাকরণের অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক কথাই এই পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিন্যাসেও সুশৃঙ্খলা আছে।

বশংবদ শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।"

সুলভ মূল্য ।৵০ দশ আনা, বাঁধান ৷৵০ বার আনা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত অপূর্ব্ব অভিনব রহস্য।

রূপসী মরুবাসিনী

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

এই বিস্ময়কর লোমাঞ্চকর জটিল রহস্যপূর্ণ রমন্যাস উপন্যাস জগতে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পুস্তকপাঠে আপনি শস্য-শ্যামগণ

বসুমতী পুস্তকবিভাগ, ১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রকৃতি পরিপূর্ণ বঙ্গদেশে বসিয়া মার্ত্তণ্ডময়ূখমালা-প্রদীপ্ত বালুকা-সমুদ্র শ্মশান-ময় সাহারা মরু (যাহা আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিভাশালী চিত্রকর লেখনীতে চিত্রিত করিতে পারেন নাই) মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিবেন। প্রাচ্যভূখণ্ডের সুবিস্তৃত দুর্গম সাহারা উপন্যাসের ঘটনাস্থল, আর একটী লোকললামভূতা, অসূর্য্যম্পশ্যা আরব-রমণী ইহার নায়িকা। একজন ইংরাজ যুবক এই সুন্দরী আরব-রমণীর প্রেমে পড়িয়া কত অসাধ্য সাধন করিল, কতবার সাহারার ক্রোড়ে পালিত দুর্দ্দান্ত বেদুইন দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সঙ্কট-মুহূর্ত্তকালে অসম্ভবরূপে আত্মরক্ষা করিল, তাহা পড়িতে পড়িতে বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন। আরবদিগের দুর্ভেদ্য অবরোধ প্রথার রহস্যময়-যবনিকা উত্তোলনে সংসারের গূঢ়-রহস্য ভেদ হইবে। পুস্তকখানি এত মনোরম যে, বহুলরূপে ছাপা সত্ত্বেও ইহার দুইটি সংস্করণ শীঘ্র নিঃশেষিত হইয়াছে। এইবার ইহার তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হইল। দুই খণ্ডে মূল্য ১ এক টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত অভিনব সমাজ-দর্পণ

রহস্য মুকুর।

একাধারে চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

রহস্য-মুকুর কি? রহস্য-মুকুর অতি আশ্চর্য্য গুপ্তকথা।

অধার্ম্মিক অনিত্যসুখের সন্ধানে পাপ ও প্রলোভনের প্ররোচনায় আগুন লইয়া খেলা করিতেছে এবং ধার্ম্মিক স্থিরপদে কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে ধার্ম্মিকের ও পিশাচের পরীক্ষা আছে, কুলকামিনীর সতীতেজ আছে, পিশাচিনীরও কাম-কলার অভাব নাই। পুস্তকখানিতে সমাজের যতই কুৎসিত আবরণ উন্মোচিত হউক না কেন, ইহা পাঠে মন স্বতই ধর্ম্মের দিকে—পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট হইবে। ইহাতে স্বর্গের সুখ, নরকের দুঃখ, প্রেমের সৌরভ, জ্ঞানের গৌরব, পাপের মোহ, কামের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও পতিতের আত্মানু-শোচনা সমস্তই একধারে পাইবেন। এই চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ রহস্য-মুকুর ২৷৹ স্থলে ৷৷৵৹ দশ আনা মূল্যে পাইবেন। ডাঃ মাঃ ৵৹ আনা।

বসুমতী পুস্তক-বিভাগ, ১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডারের পরীক্ষিত ঔষধাবলী।

অমানিশায় পথভ্রান্ত পথিকের উজ্জ্বল প্রদীপ, যৌবনের বেগবৎ তরঙ্গে পতিত যুবকের উদ্ধার-তরণী, বিশুদ্ধ শোণিত ও জীবনী-শক্তির উপায় এই বিশুদ্ধ পরম-কল্যাণকর

চরক-সালসা

চরক-মহাগ্রন্থের প্রতিপাদ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ-গাছড়া, অনন্তমূল ও অন্যান্য ৬৪ প্রকার ওষধি-সংযোগে প্রস্তুত। যাহাতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের দেহের উপযোগী হয়, সাধারণ মানবের ধাতু ও প্রকৃতি অনুযায়ী হয়; আশু ফলপ্রদ অথচ বিষাক্ত নহে, এরূপ প্রক্রিয়ায় এই অমোঘ ও অদ্বিতীয় মহাকষায় অর্থাৎ—

চরক সালসা

প্রস্তুত হইয়া গবর্মেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী হইয়াছে এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার কবিরাজ-গণের ও বড় বড় সম্ভ্রান্তলোকের প্রশংসাপত্র পাইয়াছে।

এই চরক সালসা

পারা-দোষ নষ্ট করে, উপদংশ-বিষ ক্ষয় করে, বাতবেদনা দূর করে এবং স্ত্রীব্যাধি নির্দ্দোষে আরোগ্য করিয়া দেয়। ইহার দ্বারা বাধক, প্রদর, বন্ধ্যাদোষ, রক্তদোষ, ছেলেদের খোস, ঘা, চুলকণা, দাদ, ছুলি, ব্রণ, পারার দাগ, অঙ্গস্ফীতি, দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা প্রভৃতি দূর হয়, এবং ইহা সেবনে রক্তাণু সকল সম্যক্প্রকারে বর্দ্ধিত হওয়ায় শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত হইয়া বৃদ্ধকে যুবকের ন্যায় এবং বৃদ্ধাকে যুবতীর ন্যায় সুশ্রী, সবল ও লাবণ্যযুক্ত করে। রোগী, নিরোগী, সুস্থ, অসুস্থ, সবল, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই নির্ভয়ে, এই শোণিতশোধক, শোণিতবিন্দুবর্দ্ধক চরক সালসা সেবন করিলে সর্ব্বরোগে নিরাময় হয়।

বাজারের অন্য সালসায় ও চরক সালসায় প্রভেদ কি?

বিলাতী সালসায় যে উপকার হয় না, আমরা এ কথা বলি না, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, উহা দ্বারা রোগ সমূলে নাশ পায় না, পারার দোষ দেহ হইতে দূর হয় না, উপদংশ চাপা থাকে, বাত কয়েকদিনের জন্য স্থগিত থাকে মাত্র; আবার সময়ে ঋতুবিশেষ প্রবল হয়, তখন সালসা নিত্যসেবনের খাদ্যবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, সহস্র সহস্র রোগী চরক সালসা সেবনে অশেষবিধ ফল পাইয়া, সহস্রমুখে সালসার প্রশংসা করিতেছেন।

নূতন রোগে এক শিশি ও পুরাতন রোগে দুই শিশি হইতে তিন শিশি ব্যবহারে নিশ্চয় ফল পাইবেন, নির্দ্দোষে আরোগ্য হইবেন।

১। উপদংশ বা ফিরিঙ্গিরোগ

উপদংশ বা গরমীতে (Syphilis) প্রথম অবস্থায় যত্মপি কেহ এক শিশি এই সালসা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে কখন শরীরে পারার দোষ হইবে না, উপদংশের ক্ষতস্থানে আমাদের সুশ্রুত মলম লাগাইতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই বেলা এই চরক সালসা এক এক দাগ খাইতে হইবে, তাহা হইলে বিনা ক্লেশে, স্বল্প ব্যয়ে, এই কুৎসিত ব্যাধি হইতে নিস্তারলাভ হইবে।

২। পারা-বিষ।

কে বলে—পারার মহৌষধ নাই ? 'চরক সালসা' পারাদোষ একেবারে নষ্ট করে। পারার এমন দৈবশক্তিসম্পন্ন অব্যর্থ মহৌষধ 'চরক সালসা' থাকিতে হতাশ হইবেন না।

পারার ঘা একবার ফুটিলে আর যাইতে চাহে না; সেই জন্য অনেকের বিশ্বাস, শরীরের পারা কিছুতেই বাহির হয় না। বাস্তবিকই অশোধিত পারা বিষতুল্য; হাতুড়ে গোবৈদ্যগণ অর্থলোভে সেই বিষের ন্যায় ভয়ানক কাঁচা পারাই রোগীকে ব্যবহার করাতে দিয়া এই সর্ব্বনাশ ঘটায়।

পারাসংযুক্ত রোগীর উপায়—মহর্ষি চরকের পদাশ্রয়।

তিনি এই কালসদৃশ কুটিল রোগের একমাত্র মহৌষধ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেই মহৌষধ চরকসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের লিখিত মহাকষায়।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া যে সুধাধার জগতের উপকারের জন্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন,—"চরক সালসা" সেই সোমলতা-রসায়ন; ইহা সেই সর্ব্বরোগহর ধন্বন্তরির অমৃতকলস; সবল ও মোটা হইবার একমাত্র অবলম্বন।

প্রত্যহ শত শত রোগীর আরোগ্য-সমাচার পাইতেছি, সহস্রবার পরীক্ষায় সিদ্ধ হইয়াছে। পারদদোষ নাশ করিতে, দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিতে, দুর্ব্বলকে সবল করিতে এবং মলিনকে সুশ্রী করিতে আমাদের চরক সালসাই একমাত্র সমর্থ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৩। রক্তদুষ্টি ও বাত।

অপবিত্র-সংসর্গ-জনিত যে বিষ পুরুষশরীরে প্রবেশ করে, তাহা প্রকাশ পাইলেই বিষাক্ত প্রমেহ রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে, বার বার প্রমেহ ও উপদংশ হয়, রক্ত [illegible]প হইলেই শুক্র তরল হয়, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য প্রভৃতি ধাতু-দৌর্ব্বল্যের (Nervous Debility) লক্ষণসকল প্রকাশ পায় এবং রক্তদুষ্টির জন্য নাক কাণের ভিতর ঘা হয়, কাণে পঁজ হয়, খোস, চুলকণা, দাদ, ফুস্কুড়ি, ব্রণ হইয়া থাকে

হাতে ও পায়ের তলায় শাদা শাদা, কাল কাল দাগ ও রং হইয়া থাকে, চোখের কোণ বসিয়া গিয়া দৃষ্টিহীনতা জন্মে, বাতে শরীর ফুলিয়া পড়ে। চরক সালসা বাতরোগের মহৌষধ। শিরঃপীড়া, কুচকী ও বাগী, শরীরের সন্ধিসকল ফুলা, রক্তদোষের শেষ পরিণাম কুষ্ঠ ও বাতরক্ত সমস্তই ইহা দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হয়, স্থগিত থাকে না।

৪। স্ত্রীরোগে।

পুরুষের নানাবিধ অপবিত্র-রেতঃসংযোগে বিবিধ জটিল স্ত্রী-ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে,—এই চরক সালসা সেবনে বাধক, শ্বেতপ্রদর, রক্ত প্রদর, কষ্টরজঃ অনিয়মিত ঋতু, পেটে বেদনা, নাভিদেশে যন্ত্রণা, বন্ধ্যাদোষ নাশ, গর্ভধারণে অক্ষমতা প্রভৃতি সমুদয় দূর হইয়া থাকে। শরীর লাবণ্যযুক্ত, সুশ্রী ও মনোহর হয় এবং যৌবনশ্রী পুনরায় ফিরিয়া আইসে।

চরক সালসা সেবনে নবরক্তের কণিকার সঞ্চার হইয়া থাকে, দূষিত রক্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে, শরীরের লাবণ্যবৃদ্ধি হয় এবং মানসিক স্ফূর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। বাস্তবিকই রোগীকে যেন নব-জীবন ও নবযৌবন দান করিয়া তাহার আনন্দবর্দ্ধন করে।

সাধারণ কথা ;—

চরক সালসা সাধারণ ব্যাধিতে পরম উপকারী। এই চরক সালসা পানে দ্বিগুণ ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। অনিদ্রা নাশ করিতে চরক সালসা একমাত্র সমর্থ। অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বরের পর অরুচি ও দৌর্ব্বল্য দূর করিতে এই চরক সালসা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্যকারী। ইহা সকল ঋতুতেই সেবনীয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে নির্ভয়ে সেবন করান যায়। মাত্রাভেদে শিশুগণের পক্ষেও এই সুধা—প্রকৃতই সুধাবিশেষ। চরক সালসা খাইতে সুমিষ্ট ও সুগন্ধবিশিষ্ট।

পথ্যাপথ্য ও সেবনের নিয়মাদি ব্যবস্থা পুস্তকে লিখিত আছে। এক শিশিতে ১৬বার খাইবার ঔষধ থাকে।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।

তিন শিশির মূল্য ২।।০ টাকা ও ডজনের (১২ শিশি) মূল্য ৯৲ নয় টাকা। ডাকমাশুল প্রত্যেক শিশির ।৵০ ; একত্রে ৩ শিশির ডাঃ মাঃ ৸৵০ আনা।
